NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ ‘খাম’ প্রতীক-কাণ্ডে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট, রায় স্থগিত

পুজোর মুখে হরিদেবপুরের অজেয় সংহতিতে দুষ্কৃতী তাণ্ডব ৩

কলকাতা ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ১১ আশ্বিন ১৪৩৩ মঙ্গলবার বিংশ বর্ষ ১১০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.09.2026, Vol. 20 Issue No. 110, 8 Pages, Price 3.00

মোদীর ইচ্ছায় কলকাতায় ‘ভারত শক্তি সপ্তাহ’

সোমবার যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বছরের ভারত শক্তি সপ্তাহ (ইন্ডিয়া এনার্জি উইক) ২০২৭ কলকাতায় আয়োজনকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গকে জ্বালানি ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার বার্তা দিল কেন্দ্র ও রাজ্য। সোমবার কলকাতায় যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী জানান, আগামী ২৭ থেকে ৩০ জানুয়ারি চারদিন ধরে কলকাতায় হবে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জ্বালানি সম্মেলন।

তাঁরা দু’জনে মিলে এদিন ঘোষণা জানান যে, আগামী বছর ২৭ থেকে ৩০ জানুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দেশের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক জ্বালানি মেলা, যার নাম ‘ইন্ডিয়া এনার্জি উইক ২০২৭’। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ ইচ্ছাতেই এবার এই বড় উৎসবের জন্য কলকাতাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই সম্মেলনে সারা পৃথিবীর বড় বড় শিল্পপতি ও শক্তি বিশেষজ্ঞরা কলকাতায় আসবেন। এর ফলে রাজ্যে বিপুল ব্যবসা ও নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হবে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ‘আমরা খুব খুশি যে এত বড় একটা আন্তর্জাতিক মেলা আমাদের কলকাতায় হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে বাংলা আজ উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে। আমাদের উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে মাটির তলা থেকে ইতিমধ্যেই তেল ও গ্যাস তোলার কাজ খুব ভালো চলছে। হলদিয়াতেও কাজ বাড়ছে। আগে অনেক কেন্দ্রীয় কাজে বাধা দেওয়া হতো, কিন্তু আমাদের বর্তমান সরকার বাংলায় নতুন শিল্প ও বিনিয়োগ আনার জন্য সবরকম সাহায্য করবে।’ সোমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর কাজের প্রশংসা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নিজেই চেয়েছিলেন এবার এই অনুষ্ঠানটি কলকাতায় হোক। মেলা শুরু হতে এখনও ৫ মাস বাকি, কিন্তু তার আগেই দেশ-বিদেশের কোম্পানিগুলো মেলায় আসার জন্য জায়গা বুক করে নিয়েছে। আমরা এই এলাকার উন্নতির জন্য প্রায় ১৭,৬০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা করেছি। রাজ্য সরকার পাশে থাকলে এই মেলার মাধ্যমে বাংলার অর্থনৈতিক চেহারা বদলে যাবে।’

সোমবারের এই বৈঠকের পর আশা করা হচ্ছে, রাজ্য সরকারের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শক্তি ক্ষেত্রের নেতা, উদ্ভাবক এবং শীর্ষ লগ্নিকারীরা অংশ নেবেন। রাজ্য সরকার যদি এই মেগা ইভেন্ট সফল করতে পূর্ণ সহযোগিতা বজায় রাখে, তবে পরোক্ষভাবে পশ্চিমবঙ্গেরই অর্থনৈতিক মুনাফা এবং কর্মসংস্থান বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

আগামী বাজেটে আরও ভাববে সরকার, আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইসিডিএস কর্মীদের জন্য আগামী বাজেটে আরও কিছু করার আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার কলকাতায় বিজেপির ‘অঙ্গন মিলন সেবা’ কর্মসূচিতে আইসিডিএস কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আপনাদের সরকার, আপনাদের জন্য আগামী বাজেটে আরও ভাববে। ভরসা রাখবেন।’ আইসিডিএস কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথাও জানান তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পর আইসিডিএস কর্মীদের উন্নতির জন্য নানা পদক্ষেপ করা হয়েছে। তাঁদের বেতনও বাড়ানো হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে কর্মীদের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে আওতায় আনা হয়েছে বলেও জানান তিনি। এছাড়াও রাজ্যে আইসিডিএস কেন্দ্রগুলির পরিস্থিতি আরও উন্নত করার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। যেসব কেন্দ্র ভাড়া বাড়িতে চলছে, সেখানে ঘর তৈরির জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। সব কেন্দ্রগুলিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ এবং পানীয় জলের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

নেপালে পাহাড় ভেঙে মৃত ২৪

■ প্রকৃতির রোষে ফের বিপর্যস্ত নেপাল। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বিরাট পাহাড়! এই বিপর্যয়ে আপাতত ২৪ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। নিখোঁজ ১৪ জন। সোমবার বিপর্যয় নেমে আসে কালী গণ্ডোকী নদী সংলগ্ন এলাকায়। গত কয়েকদিন ধরেই এই এলাকাগুলিতে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। তার জেরেই পাহাড় ভেঙেছে কি না, নিশ্চিত নয়। একাধিক এলাকা মিলিয়ে ইতিমধ্যেই ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। খোঁজ মিলছে না অন্তত ১৪ জনের।

ডেঙ্গু রুখতে কড়া নবান্ন

■ রাজ্যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আত্মতুষ্টির কোনও সুযোগ নেই। বরং অক্টোবর ও নভেম্বরকে ‘হাই-রিস্ক’ সময় হিসেবে চিহ্নিত করে সব জেলাকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দিল নবান্ন। সোমবার মুখ্য সচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল রাজ্যের সব জেলাশাসকের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে ডেঙ্গু মোকাবিলায় নজরদারি আরও জোরদার করার নির্দেশ দেন। বৈঠকে মুখ্য সচিব স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ডেঙ্গি প্রতিরোধে কোনও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না।

রিল নয়, রিয়েলে ভরসা! জেন জি-কে বার্তা নবীনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় যুবসমাজের সঙ্গে সরাসরি কথা বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। সোমবার দু’দিনের রাজ্য সফরের দ্বিতীয় দিনে ‘যুব সংবাদ সম্মেলন’-এ যোগ দেন তিনি। সোমবারের এই অনুষ্ঠানে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য। রাজ্যের যুবকদের উদ্দেশে নীতিন নবীন বার্তা দিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে গ্যারান্টি দিয়েছেন, তা পূরণ করবে সরকার।

নীতিন আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তাঁর পুরনো টান রয়েছে। সকালে গঙ্গা দর্শনে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর কথায়, কলা, সাহিত্য, খেলা এবং সংস্কৃতিতে বাংলার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিকরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। ছোটবেলা থেকেই ফুটবলের সঙ্গে বাংলার মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের নাম শুনে আসছেন বলেও জানান তিনি।

এর পর যুবকদের কাছে ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারতের লক্ষ্য নিয়ে মত জানতে চান বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। তাঁর প্রশ্ন, ২০৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গকে কোন জায়গায় দেখতে চান রাজ্যের যুবসমাজ? ফার্মেসি নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে নীতিন বলেন, এই ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কাজের সুযোগ রয়েছে।

সোমবার পানিহাটিতে ‘অঙ্গন মিলন সেবা’ কর্মসূচিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

‘বিরোধীরা পরাজয় ও হতাশা মেনে নিতে পারছেন না’

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পানিহাটির লোকসংস্কৃতি ভবনে সোমবার ‘অঙ্গন মিলন সেবা’ কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত, বিরোধীরা নির্বাচন কমিশন নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, নিজেদের হার এবং হতাশা বিরোধীরা মেনে নিতে পারছেন না। বিরোধীরা তামিলনাড়ু কিংবা করলে জিতলে, তাদের নির্বাচন কমিশনের কথা মনে পড়ে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও উত্তরপ্রদেশে বিজেপি জিতলেই, তাঁরা কমিশন ও ইভিএমকে দায়ী করা হচ্ছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার ওপর অযথা প্রশ্ন না তুলে নিজের হার থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করুন। রাহুল গান্ধিকে নিশানা করে বলেন, ‘ভারতের জনতা যে ভোট দিয়েছেন। তাতে আপনার আঘাত লেগেছে। কিন্তু সেই ভোটের ফলাফল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন করে আপনার এগোনো উচিত।’

এসআইআরে দ্রুত শুনানিতে ‘না’ শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় এসআইআর সংক্রান্ত বিতর্কে ঝুলে থাকা ১৮ হাজারের বেশি ভোটারের মামলায় বড় সিদ্ধান্ত নিল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ৬ অক্টোবর রেজিনগর ও নন্দীগ্রামে বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন, তার আগে এই মামলার জরুরি শুনানির আরজি খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ৫ অক্টোবরই মামলার শুনানি হবে।

আদালতে আবেদনকারীর আইনজীবীর বক্তব্য, শীর্ষ আদালতের তালিকায় আগে ওই মামলার শুনানির দিন দেখাচ্ছিল ২৯ সেপ্টেম্বর। কিন্তু এখন তা ৫ অক্টোবর দেখাচ্ছে। তিনি বলেন, মামলাকারী কর্তৃপক্ষের কাছে এখনও ১৮ হাজারেরও বেশি আবেদন বিবেচনাধীন অবস্থায় ছিল। ভোটের আগে সেই জটিলতা না কাটলে সংশ্লিষ্ট ভোটাররা উপনির্বাচনেও গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে। তাই ৬ অক্টোবরের আগে মামলার শুনানি সম্পন্ন করার আরজি জানান মামলাকারীর আইনজীবী।

তবে দ্রুত শুনানির আরজিতে সাড়া দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ‘এ তো শুধুই উপনির্বাচন, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।’

ইউপিআইয়ে স্থগিতাদেশ দিল না শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর: ২ হাজার টাকার বেশি ইউপিআই লেনদেনের ক্ষেত্রে মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট বা এমডিআর বসানোর কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তে আপাতত কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। তবে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় কেন্দ্র সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এবং ইউপিআই স্টিয়ারিং কমিটিকে নোটিস জারি করেছে শীর্ষ আদালত।

মামলাটির পরবর্তী শুনানিতে সব পক্ষকে তাদের বক্তব্য পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়।

প্রতীক-দ্বন্দ্বে চার মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর: উপনির্বাচনে লড়াইয়ের জন্য সাময়িকভাবে ‘ফুটবলার’ ও ‘খাম’ প্রতীক বরাদ্দ হলেও তৃণমূলের মূল নাম ও ‘জোড়া ফুল’ প্রতীক শেষ পর্যন্ত কার দখলে যাবে তা নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই বঙ্গ রাজনীতিতে। একইসঙ্গে এ প্রশ্নও ঘোরাফেরা করছে, পুরভোটের আগেই অমীমাংসিত এই প্রতীক-বিভ্রাটের স্থায়ী সমাধান সম্ভব কি না সে ব্যাপারেও। গত কয়েক দিন ধরে রাজ্য রাজনীতিতে ঘনীভূত হতে থাকা এই জট কাটাতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সোমবার শীর্ষ আদালতের নির্দেশে যে ইঙ্গিত মিলল, তাতে আসন্ন পুরভোটের আগে এই রাজনৈতিক টানাটানির স্থায়ী নিষ্পত্তি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

এদিন সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলাকালীন মমতার পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল সওয়াল করে আর্জি জানান, আসন্ন পুরভোটের কথা মাথায় রেখে জাতীয় নির্বাচন কমিশন যেন দ্রুত এই নাম ও প্রতীক সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। কিন্তু শীর্ষ আদালত এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে কমিশনকে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে উভয় পক্ষ অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরকে যাবতীয় নথিপত্র ও প্রমাণাদি কমিশনের কাছে জমা দিতে হবে। নথি জমা পড়ার পর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনের হাতে থাকবে পরবর্তী তিন মাস সময়।

এসআরএফটিআই-বিশৃঙ্খলায় কড়া বার্তা উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর

চার এফআইআর, অধরা অভিযুক্তরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বা এসআরএফটিআই-তে তুমুল বিশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে কড়া বার্তা উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের। যে বা যারা আন্দোলনের নামে ভারতমাতার অপমান করেছে। কিংবা বিবেকানন্দের ছবিতে লাথি মেরেছে। তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। যদিও পালটা শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতিকরণের অভিযোগে সরব এসআরএফটিআই অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন।

গত রবিবার এসআরএফটিআই-যের অডিটোরিয়ামে আরএসএসের শাখা সংগঠন অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত সমিতির একটি অনুষ্ঠান ছিল। অভিযোগ, ওই অনুষ্ঠানস্থলে যায় এসএফআই। কেন শিক্ষাক্ষেত্রে এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

আয়োজকদের দাবি, উত্তেজনার মাঝে এসএফআইয়ের তরফে অনুষ্ঠানস্থলে থাকা ভারতমাতার ছবি ছেঁড়া হয়। স্বামী বিবেকানন্দের ছবিতে লাথি মারা হয় বলেও অভিযোগ। পালটা তার প্রতিবাদ করেন আয়োজকরা। তার ফলে মুহূর্তের মধ্যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তা সত্ত্বেও দু’পক্ষের মধ্যে ইট, পাথর ও বোতলবৃষ্টি হয়। বেশ কয়েকজন জখম হয় বলেও দাবি এসআরএফটিআই অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনের। তাঁদের দাবি, কারও মাথা ভেঙেছে। কারও বা কপালে লেগেছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দাও করেছেন পড়ুয়ারা।

উল্লেখ্য, রবিবার টানা ৭-৮ ঘণ্টা ধরে দফায় দফায় চরম উত্তেজনা, ধুন্ধুমার আর স্লোগান-পাল্টা স্লোগানে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই)। তাঁর আঁচ ছিল সোমবারও। দিনভর থমথমে গোটা ক্যাম্পাস। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ইনস্টিটিউটের মূল ফটকের বাইরে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই নজিরবিহীন হিংসার ঘটনায় পঞ্চসায়র থানায় মোট চারটি পৃথক এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত সমিতি এবং পড়ুয়াদের একাংশের তরফে তো জোড়া অভিযোগ জমা পড়েছেই, পাশাপাশি ঘটনার গুরুত্ব বুঝে পুলিশও একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে। তবে এত বড় তাণ্ডবের পরও সোমবার শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার বা আটক করতে পারেনি পুলিশ।

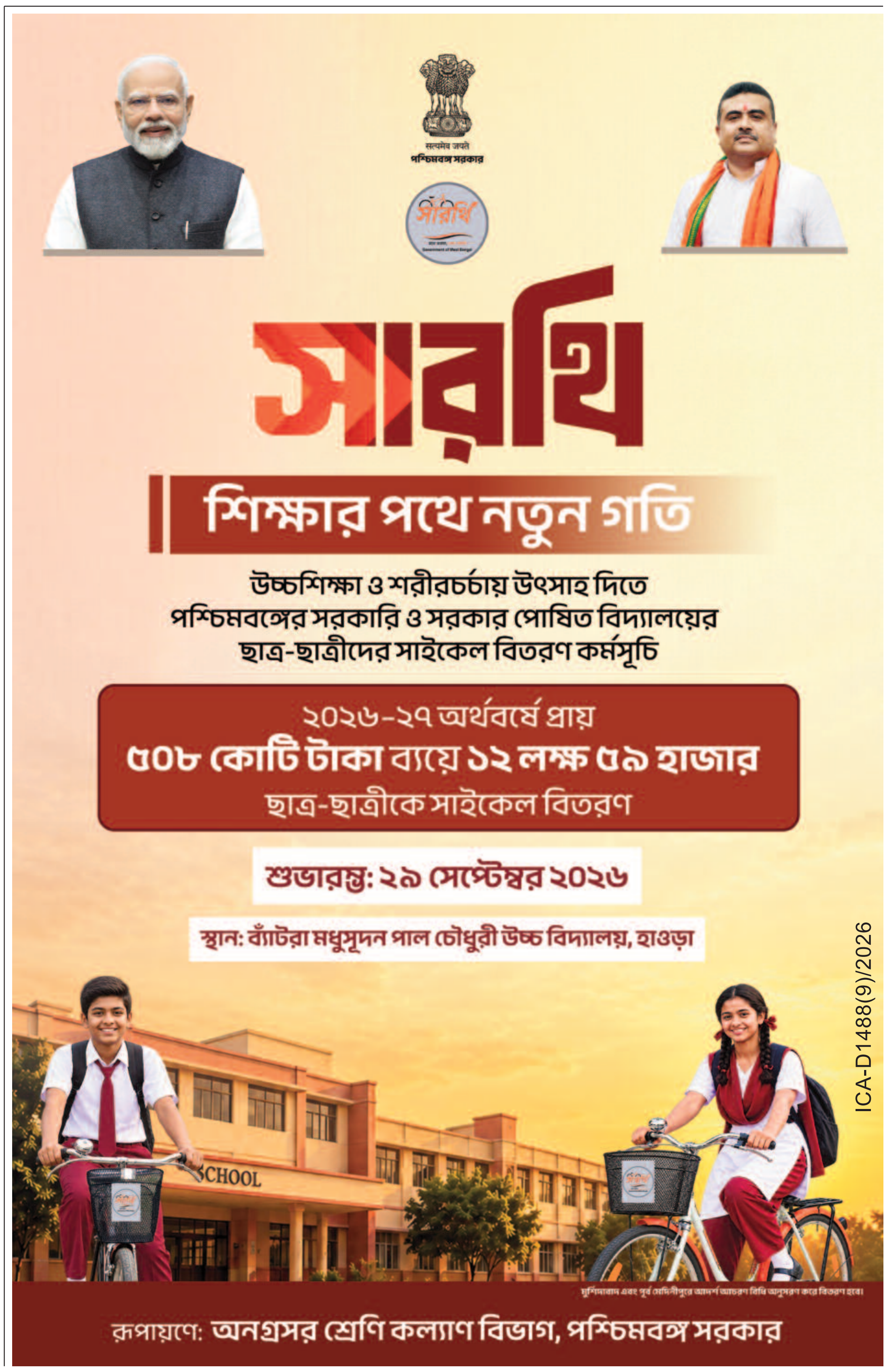

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **BISWAJIT BINDANI,** aged 25 years, son of Madhusudan Bindani, resident of Vill - Naya, P.O.- Naya, P.S.- Pingla, Dist.- Paschim Medinipur, State-West Bengal, Pin-721140, shall be henceforth known as **BISWAJIT RANA,** son of Madhusudan Rana Vide Affidavit no. **15737 dt. 17.06. 2026** In the the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class), Kharagpur, **BISWAJIT BINDANI,** son of Madhusudan Bindani and **BISWAJIT RANA,** son of Madhusudan Rana is same, single and one identical person.

নাম-পদবী

আমি গনেশ কর্মকার, পিতা- মৃত ক্ষুদিরাম কর্মকার, সাং-ইছামতিপাড়া, পোঃ-মাজদিয়া, থানা- কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৫০৭। আমার পিতার নাম মাজদিয়া মৌজা জে.এল. নং-৫৯ থানা-কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, আমার জমির রেকর্ড এ ২৮৯০ নং দাগে ও ৩২৮/১নং খতিয়ানে নাম আছে সুবোধ। গত ২২/০৮/২০২৫, S.D.E.M কৃষ্ণনগর নদীয়া কোর্টে ১৩৮৬৭ নং এফিডেভিট বলে আমার পিতা- মৃত ক্ষুদিরাম কর্মকার ও সুবোধ এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হলো।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 24/09/2026, নোটারী পাবলিক, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 4657 নং এফিডেভিট বলে আমি Sankar Paul S/o. Gour Chandra Paul ও Sankar Pal S/o. G Ch Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, Sk Kobir Hossain, S/o. Sk Samsuddin Ahammed, R/o. Sudarsan, Ramnathpur, Polba, Hooghly-712148, W.B., do hereby declare that in my Madhyamik Admit Card, Marksheet, Certificate etc. (W.B.B.S.E.) where my father's name has been recorded as Sk Sumsuddin Ahammed, instead of his correct & actual name Sk Samsuddin Ahammed, which I want to rectify when & where necessary, vide this affidavit. Henceforth, he will be known as Sk Samsuddin Ahammed, in all purpose. That my father Sk Samsuddin Ahammed & Sk Sumsuddin Ahammed, both are the same & one identical person vide an affidavit no. 22425 dated 17/09/2026, sworn before Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah Court.

AFFIDAVIT

I, **LAL BABU CHAURASIA** S/O Ganesh Chaurasia residing at 132, A.J.C. Bose Road, P.S.-Muchipara, P.O.- Entally, Kolkata - 700014 do hereby declare vide affidavit no. 11864 dated 15.07.2926 before the Ld. First Class Judicial Magistrate at Sealdah that my name is Lal Babu and surname/Title is Chaurasia but in my Aadhaar Card and Voter Card, my name has been recorded as Lal Babu Prasad and in my PAN Card, my name has been recorded as Lal Babu Prasad Chaurasia. Lal Babu Prasad, Lal Babu Prasad Chaurasia and Lal Babu Chaurasia i.e. myself am the same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি Benuyara Bibi, গত ইং ২২/০৬/২৬ SDEM(S) Court Berhampore, 1407 নং affidavit এর বলে আমি ঘোষনা করিতেছি যে- আমি Benuyara Bibi Molla ও Benuyara Bibi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। আমার স্বামী Sahidul Islam Molla ও Sahidul Islam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং আমার পুত্র Bittu Molla ও Bitu Molla এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১) কুমারেশ সরকার ২) মায়া সরকার ৩) কল্পনা ভট্টাচার্য্য, পিতা- /স্বামী- মৃত মহাদেব সরকার, বিগত ১৯৯০ সালে A.D.S.R. বারাসাত 352/90 নিযুক্তীয় আমমোক্তার, শিখা মল্লিক, স্বামী- শঙ্কর মল্লিক, মৌজা- কাঠোর, জে.এল.-72 খতিয়ান 265, দাগ 3, পরিমান 1 কাঠা 1 ছটাক 30 বর্গফুট, 1916/91 সাফ কোবালা দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়, উক্ত বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে Barasat-1 B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

T.K. Ghosh
Advocate
Barasat Judges Court
North 24 Pgs.

ঃঃ বিজ্ঞপ্তি ঃঃ

আমার মক্কেল শ্রীমতী বর্নালী সাহা, স্বামী শ্রী মিঠুন সাহা, সাকিম-পঞ্চাননতলা, শিবতলা বাই লেন, পোঃ শেওড়াফুলি, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২২২৩, জেলা হুগলী, এ.ডি.এস.আর. অফিস- চন্দননগর, থানা-ভদ্রেশ্বর, ২১ নম্বর জে.এল. ভুক্ত গৌরহাটী-চাঁপদানী মৌজার আর.এস. ১৫৩৪ নম্বর এবং এল.আর. ৩৭১ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ও এল.আর. ১৬০৩ নম্বর দাগে ০৩ কাঠা ১১ ছটাক ৩৫ বর্গফুট শালি জমির মালিকগন (১) শ্রীমতী লক্ষী ঘোষ, (২) শ্রী গোপাল চন্দ্র ঘোষ, (৩) শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ, ১ নম্বর স্বামী, ২ হইতে ৪ নম্বর পিতা- মৃত কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ এবং (৪) শ্রী শ্যাম সুন্দর ঘোষ, পিতা মৃত কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ, সর্ব্ব সাকিম-৬ নম্বর পূর্ব খাঁপুকুর, পোষ্ট- এ্যাঙ্গাস, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭ ১২২২১ -এর নিকট হইতে ইংরাজী ০৮.০৯.২০০৬ তারিখে হুগলী ডি.এস.আর.-২ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০০১২৩/ ২০০৬ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে তাহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার-বিশ্বনাথ দাস, পিতা মৃত ক্ষিতিশ চন্দ্র দাস, সাকিম-পূর্বাচল পল্লী, পোষ্ট- এ্যাঙ্গাস, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২২২১-এর মাধ্যমে ইংরাজী ১৪.০৮.২০০৮ তারিখে চন্দননগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০১৭৮৯/২০০৮ নম্বর দলিল মূলে ক্রয় করিয়াছি। এই সম্বন্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, আগামী ত্রিশ দিনের মধ্যে আমাকে আপত্তি দাখিল করুন।

Rizwan Sahid
Advocate
Chandernagore Court, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ ১। সন্দীপ চৌধুরী, পিতা- সতীশ চীধুরী, সাং- নাপিতপাড়া, লালগড়, ঝাড়গ্রাম, ২। কাশীনাথ চৌধুরী, পিতা- দিলীপ চৌধুরী, সাং- ৫০ এ অনাথনাথ দেব লেন, কোলকাতা-৭০০০৩৭, ঝাড়গ্রাম জেলা অন্তর্গত, থানা- লালগড়, মৌজা- বাঁধগোড়া, জে.এল নং-৬৭৯, খতিয়ান নং-২৪১, দাগ নং-২৬৩ মধ্যে সন্দীপ চৌধুরী ২৬ ডেসিমেল ও কাশীনাথ চৌধুরী ২৬ ডেসিমেল ভূ-সম্পত্তি আমমোক্তার জহরলাল দেব সিংহ (Deed No-I-9601, dated-13/12/2023 of D.S.R., Paschim Medinipur) মহাশয়ের নিকট হইতে যথাক্রমে Sale Deed No- 7/2024 dt. 02/01/2024 (সন্দীপ চৌধুরী), Sale Deed No- 05/2024 dt. 02/01/2024 (কাশীনাথ চৌধুরী) A.D.S.R., Jhargram মূলে খরিদ করেন।
এই মর্ম্মে আমার উপরোক্ত মক্কেলগন ১। সন্দীপ চৌধুরী MN/ 2026/2207/3267, ২। কাশীনাথ চৌধুরী MN/2026/2207/3268 নম্বর Mutation case -এর জন্য মাননীয় B. L. & L.R.O., Binpur-I -এ দায়ের করিয়াছেন, উক্ত মিউটেশন গুলির বিরুদ্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০১ (এক) মাসের মধ্যে আপত্তি জানাইবেন।

নিবেদন ইতি
নীলেশ দাস
এ্যাডভোকেট
ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত,
২৭-০৯-২০২৬

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বঙ্গ সফরে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের

কপিলমুনির আশ্রমে দিলেন পুজো

দেবাশিস দে ● গঙ্গাসাগর

বঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিনে সোমবার সকালে ধর্মীয় ভাবাবেগ ও রাজনৈতিক তৎপরতার এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন দেখা গেল গঙ্গাসাগরে। গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের পবিত্র মিলনস্থলে পৌঁছে পুণ্যস্নান সারলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। সাগরে ডুব দিয়ে গঙ্গা বন্দনা করার পর তিনি সোজা চলে যান ঐতিহাসিক কপিলমুনির আশ্রমে। সেখানে একঝাঁক শীর্ষ দলীয় নেতাকে সঙ্গে নিয়ে যথাবিহিত নিয়ম ও আচার মেনে পুজো দেন তিনি।

এদিন গঙ্গাসাগরে পৌঁছেই প্রথমে স্নানঘাট পরিদর্শন করেন বিজেপি সভাপতি। পুণ্যার্থীদের ভিড় ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিজে ঘুরে দেখেন। এরপর সঙ্গমস্থলে তাঁর পুণ্যস্নানকে কেন্দ্র করে উপস্থিত দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা চোখে পড়ে। সভাপতির সঙ্গে পুণ্যস্নানে ও কপিলমুনির আশ্রমে পুজোয় অংশ নেন বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনশল, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা এবং জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর ও মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নবেন্দু সুন্দর নস্কর এবং ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী সোমা ঘোষ। স্থানীয় নেতৃত্ব ও সাধারণ কর্মীদের বিপুল উপস্থিতিতে গোটা চত্বরে এক উৎসবমুখর আবহ তৈরি হয়।

রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর নীতিন নবীনের এটিই প্রথম বঙ্গ সফর। সম্প্রতি রাজ্য শাখার মহিলা মোর্চা, যুব মোর্চা এবং সাতটি সাংগঠনিক জেলায় বড় ধরনের রদবদল ঘটিয়েছে দল। সেই সাংগঠনিক পরিবর্তনের আবহেই তাঁর এই সফর রাজনৈতিক দিক থেকেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর, মথুরাপুর ও ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার কর্মীদের মধ্যে এই কর্মসূচি বাড়তি আত্মবিশ্বাস ও বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সাগরের ধর্মীয় কর্মসূচি শেষ করে এদিনই পানিহাটির উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা বিজেপি সভাপতির। সেখানে আয়োজিত একটি দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তিনি, যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরও উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। পানিহাটি পর্ব চুকিয়ে তাঁর গন্তব্য হবে কলকাতা। রাজধানীতে যুব সমাজের এক বিশেষ সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন তিনি, যেখানে দলের ভবিষ্যৎ রূপরেখা ও নীতি তুলে ধরার কথা রয়েছে তরুণ প্রজন্মের সামনে। দিনভর ঠাসা কর্মসূচি শেষে কলকাতা থেকেই দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবেন নীতিন নবীন। সব মিলিয়ে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা দিয়ে শুরু হলেও বিজেপি সভাপতির দ্বিতীয় দিনের সফর ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো চড়েছে পারদ।

চটকল শ্রমিকদের পাশে রাজ্য

আবাস যোজনা-আরবান ২.০ প্রকল্পের অধীনে মিলবে স্থায়ী বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের চটকল শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের আবাসন সমস্যার স্থায়ী সমাধানে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা - আরবান ২.০ প্রকল্পের 'অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং ইন পার্টনারশিপ' উপাদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির যোগ্য চটকল শ্রমিকদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের আধুনিক আবাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে উত্তর ২৪ পরগনা এবং হুগলি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে বহু চটকল শ্রমিক পাট বলয়ের পুরনো, জরাজীর্ণ এবং অস্বাস্থ্যকর শ্রমিক কোয়ার্টারে (লেবার লাইন) পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন। তাঁদের জন্য একটি নিরাপদ, রুচিসম্মত ও নিজস্ব স্থায়ী বাসস্থান নিশ্চিত করতেই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলেই শ্রম দপ্তর সূত্রে জানান হয়েছে। যে সমস্ত চটকল শ্রমিক পরিবারের বার্ষিক আয় সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, তাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। এই প্রকল্পে আবেদনকারী চটকল শ্রমিকের ভারতের কোথাও কোনো নিজস্ব পাকা বাড়ি থাকা চলবে না। প্রতিটি আবাসনের কার্পেট এলাকা হবে ৩০ থেকে ৪৫ বর্গমিটার (প্রায় ৪৮৫ বর্গফুট)। ফ্ল্যাটগুলিতে থাকবে দুটি ঘর, একটি রান্নাঘর এবং একটি শৌচাগার বলেই দপ্তর সূত্রে জানান হয়েছে। শ্রম বিভাগ যোগ্য সুবিধাভোগীদের সঠিকভাবে শনাক্ত করার জন্য জেলা প্রশাসন, পুরসভা, চটকল কর্তৃপক্ষ এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে জোরকদমে সমন্বয় সাধন করছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ভাটপাড়া, টিটাগড় এবং কামারহাটি পৌরসভাকে জরুরি ভিত্তিতে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত জমি চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, হুগলি জেলায় শ্রমিকদের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সুবিধার্থে শ্রম কমিশনারেটের সহায়তায় বিশেষ শিবির আয়োজন করা হবে। শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই প্রায় ৮, ০০০ শ্রমিক এই আবাসন পাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত আবেদনপত্রের যোগ্যতা যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হবে। রাজ্যের এই জনকল্যাণমুখী প্রকল্প প্রসঙ্গে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগ কেবল চটকল শ্রমিকদের জন্য কিছু ঘর নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি আমাদের চটকল শ্রমিক ভাই-বোন এবং তাঁদের পরিবারের সামাজিক মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং একটি উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের একটি মৌলিক ও ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। স্থানীয় পুরসভা ও স্থানীয় পুরসংস্থাগুলিকেই এই প্রকল্পের প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রম বিভাগের এই সমন্বিত উদ্যোগের ফলে চটকল শিল্পাঞ্চলের আবাসন ব্যবস্থার ভোলবদল ঘটবে বলে আশা করছে ওয়াকিবহাল মহল।

অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিকদের তদন্ত আধিকারিক হিসেবে নিয়োগে আবেদনপত্র জমার সময়সীমা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরগুলিতে আইএএস আধিকারিকদের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া বিভাগীয় তদন্ত আরও দ্রুত ও কার্যকর করতে অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিকদের নিয়ে তদন্ত আধিকারিকদের (ইনকোয়ারি অফিসার) প্যানেল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র। সেই লক্ষ্যে আবেদন জমার সময়সীমা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণ দপ্তর (ডিওপিটি)।

ডিওপিটির জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন গ্রহণের কথা থাকলেও পরে তা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এর আগে ১১ অগস্ট জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছিল।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদনকারীর বয়স আবেদনপত্র জমার শেষ দিনে ৬৫ বছরের বেশি হওয়া চলবে না। পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা, সততা ও নিরপেক্ষতার নির্ভরযোগ্য রেকর্ড থাকা এবং ভিজিল্যান্স সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন না থাকা বাধ্যতামূলক। নির্বাচিত আধিকারিকদের প্যানেলের মেয়াদ হবে তিন বছর। নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাঁদের কাজের মূল্যায়নও করা হবে।

উল্লেখ্য, তদন্ত আধিকারিক ও প্রেজেন্টিং অফিসারদের জন্য সম্মানীর হারও নির্ধারিত রয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত তদন্ত আধিকারিকদের ক্ষেত্রে মামলার সাক্ষীর সংখ্যার ভিত্তিতে সম্মানী নির্ধারিত হবে। চার্জশিটে ১০ জনের বেশি সাক্ষী থাকলে মাসিক মূল পেনশনের ৯০ শতাংশ, ৬ থেকে ১০ জন সাক্ষী থাকলে ৭০ শতাংশ এবং ৬ জনের কম সাক্ষী থাকলে ৬০ শতাংশ হারে সম্মানী মিলবে। এছাড়া প্রতি মামলায় সর্বাধিক ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত পরিবহণ ভাতা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সচিবালয় সহায়তার ব্যবস্থাও রয়েছে। কর্মরত তদন্ত আধিকারিকদের ক্ষেত্রে মাসিক মূল বেতনের ১৫ শতাংশ এবং প্রেজেন্টিং অফিসারদের জন্য ১০ শতাংশ হারে সম্মানী নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, তদন্ত আধিকারিককে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে হবে। তিনি অভিযোগকারী, সাক্ষী বা অভিযুক্ত আধিকারিকের আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ পরিচিত হতে পারবেন না। তদন্ত সংক্রান্ত সমস্ত নথির গোপনীয়তা বজায় রাখা বাধ্যতামূলক। প্রয়োজনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুনানির ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত কমানো যায়। সাধারণভাবে নিয়োগের ১৮০ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া সময় বাড়ানো যাবে না।

আবেদনকারীদের নির্দিষ্ট প্রোফর্মায় ব্যক্তিগত তথ্য, চাকরিজীবনের বিবরণ, বিভাগীয় তদন্ত পরিচালনার অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ, পূর্ববর্তী তদন্তের দায়িত্ব এবং বর্তমানে পরিচালিত মামলার তথ্য-সহ বিস্তারিত জানাতে হবে।

বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবসে সোমবার প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর, পওসাম হাওড়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং জীব ফাউন্ডেশন কলকাতার উদ্যোগে পথ কুকুরদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কর্মসূচি পালন করা হয়।

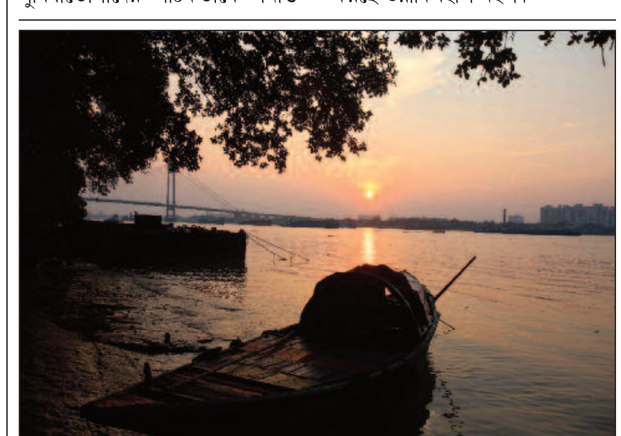

পড়ন্ত বিকেল...। বাবুঘাটে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ব্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে গত কয়েকদিন ধরে দেশ জুড়ে আন্দোলন করছেন বিরোধীরা। সোমবারও বাংলা-সহ বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল কংগ্রেস। এদিন একই ইস্যুতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেসের তরফে ব্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ ও গ্রেপ্তারের দাবি করেন। বিক্ষোভকারীরা নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কুশ পুত্তলিকা দাহ করেন। বিক্ষোভে যোগ দিয়ে কংগ্রেস নেতা তাপস মজুমদার বলেন, এসআইআর প্রক্রিয়ার নামে বাংলায় সাধারণ মানুষকে অযথা হয়রানি করা হয়েছে। তাই তাঁরা জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করছেন। তাঁর অভিযোগ, বিজেপিকে জেতানোর জন্য বাংলায় তাড়াহুড়ো করে এসআইআর করা হয়েছে। তাঁর কথায়, এসআইআর প্রক্রিয়ার জেরে অনেকেই মারা গিয়েছেন। অনেকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেছে। নির্বাচনের ঠিক আগে বাংলায় কেন তড়িঘড়ি এসআইআর করা হল, তা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেস নেতা তাপস মজুমদার।

টার্মিনেশন লেটার পেতেই বিকাশ ভবন অভিযান চুক্তিভিত্তিক কম্পিউটার শিক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর মুখে উৎসবের আনন্দ তো দূর, ঘাড়ের ওপর নেমে এসেছে চাকরি হারানোর খাঁড়া। হাতে ছাঁটাইয়ের 'টার্মিনেশন লেটার' পেয়েই এবার ক্ষোভে ফেটে পড়লেন রাজ্যের চুক্তিভিত্তিক কম্পিউটার শিক্ষকেরা। আর এই ইস্যুতেই সোমবার তাঁদের বিকাশ ভবন অভিযানকে কেন্দ্র করে সল্টলেকে কার্যত তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়। করুণাময়ী থেকে শুরু হওয়া মিছিল বিকাশ ভবনের কাছে পৌঁছতেই বেরিকেড দিয়ে পথ আটকায় পুলিশ। ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করতেই পুলিশ-বিক্ষোভকারী ধস্তাধস্তিতে রণক্ষেত্রের রূপ নেয় এলাকা। উত্তেজনার পারদ চড়তেই রাস্তায় শুয়ে পড়ে স্লোগান তুলতে থাকেন ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকা মুড়ে ফেলা হয় কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, অন্য সাধারণ মানুষ যখন পুজোর মুখে বোনাস পাওয়ার অপেক্ষায় থাকেন, ঠিক সেই সময়েই তাঁদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে চাকরি বাতিলের চিঠি। আইসিটি ঐক্য মঞ্চের অধীনে ৬ এবং ৭ নম্বর ফেজের এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন ৩,৭১৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, এজেন্সি সিস্টেম বা থার্ড পার্টি সংস্থার মাধ্যমে তাঁদের নিয়োগ করা হয়েছিল। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর সেই এজেন্সির সঙ্গে সরকারের চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থা সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, পুরনো শিক্ষকদের চুক্তি আর পুনর্নবীকরণ করা হবে না। তার বদলে নতুন করে টেন্ডার ডাকা হবে। এর ফলেই বহু বছর টানা কাজ করার পর রাতারাতি পথ বসতে চলেছেন কর্মীরা। আর এই ইস্যুতেই বিকাশ ভবনের সামনে বসে আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়িয়ে বিক্ষোভকারীদের প্রশ্ন, 'উৎসবের মরসুমে আমাদের চাকরি কাড়া হলে আমরা পরিবার নিয়ে খাব কী?' এদিনের এই বিক্ষোভে শিক্ষকদের মূল ক্ষোভ 'এজেন্সি প্রথা' এবং বেতন বৈষম্য নিয়ে। তাঁদের অভিযোগ, ১ থেকে ৫ নম্বর ফেজের শিক্ষকেরা রাজপথে দীর্ঘ লড়াইয়ের মাধ্যমে সরাসরি 'সরকারি চুক্তিভিত্তিক কর্মী'-র সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। পক্ষান্তরে, বিগত ৫ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা দেওয়া সত্ত্বেও ৬ ও ৭ নম্বর ফেজের শিক্ষকদের ওয়েবেল স্কুল নেট বা এক্সট্রা মার্কসের মতো এজেন্সির অধীনেই ফেলে রাখা হয়েছে। আর এই প্রসঙ্গেই শিক্ষকদের স্পষ্ট দাবি, মধ্যস্বত্বভোগী এজেন্সি প্রথা অবিলম্বে বিলুপ্ত করতে হবে এবং তাঁদের ১ থেকে ৫ নম্বর ফেজের মতোই সরকারি চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে সরাসরি মর্যাদা দিতে হবে। এদিন আন্দোলনকারীরা জেদ ধরেন, রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিজে এসে রাস্তায় তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। যতক্ষণ না কোনো সদর্থক আশ্বাস মিলছে, ততক্ষণ বিকাশ ভবনের সামনেই অবস্থান চলবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। অন্যদিকে পুলিশের পক্ষ থেকে সংযম বজায় রাখার আবেদন জানিয়ে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, আইন নিজের হাতে তুলে নিলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ডেঙ্গু রুখতে জেলাগুলিকে কড়া বার্তা নবান্নের, অক্টোবর-নভেম্বর 'হাই-রিস্ক'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আত্মতুষ্টির কোনও সুযোগ নেই। বরং অক্টোবর ও নভেম্বরকে 'হাই-রিস্ক' সময় হিসেবে চিহ্নিত করে সব জেলাকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দিল নবান্ন। সোমবার মুখ্য সচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল রাজ্যের সব জেলাশাসকের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে ডেঙ্গু মোকাবিলায় নজরদারি আরও জোরদার করার নির্দেশ দেন।

নবান্ন সূত্রের খবর, বৈঠকে মুখ্য সচিব স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে কোনও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। স্বাস্থ্য, পুর ও পঞ্চায়েত-সহ সংশ্লিষ্ট সব দফতরকে সমন্বিতভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু রিপোর্ট সংগ্রহ নয়, জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের মাঠে নেমে পরিস্থিতির উপর সরাসরি নজর রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মশার প্রজননস্থল ধ্বংস, নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান, লার্ভা নিয়ন্ত্রণ এবং জনসচেতনতা কর্মসূচি আরও জোরদার করার উপর গুরুত্ব দিয়েছে নবান্ন। প্রশাসনের মতে, বর্ষা শেষে সাধারণত ডেঙ্গুর সংক্রমণ বাড়তে শুরু করে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আগাম প্রস্তুতিতে জোর দেওয়া হচ্ছে।

নবান্নের বার্তা, সংক্রমণ এখন নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আগামী দু'মাসকে সামনে রেখে কোনও শিথিলতা নয়, সর্বস্তরে সতর্কতা বজায় রেখেই ডেঙ্গু মোকাবিলায় প্রশাসনকে কাজ করতে হবে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১১ আশ্বিন ১৪৩৩, মঙ্গলবার

হাইকোর্টে ঝুলে নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলনের ভাগ্য, জামিনের শুনানি আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উপনির্বাচনের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেলেও কলকাতা হাইকোর্টে স্বস্তি মিলল না নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের। সোমবার উচ্চ আদালতে শুনানি না হওয়ার ফলে জামিন পাওয়ার বিষয়টি আপাতত অধরাই থেকে গেল। ফলে আপাতত জেলেই দিন কাটাতে হচ্ছে তাঁকে। তবে আদালত সূত্রে খবর, আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের একক বেঞ্চে ফের এই স্পর্শকাতর মামলার শুনানি রয়েছে। ভোটের মুখেই কি জামিনে মুক্ত হতে পারবেন কংগ্রেস প্রার্থী, নাকি শ্রীঘরই হবে তাঁর ঠিকানা, এই নিয়ে এখন তীব্র রাজনৈতিক জলঘোলা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

ঘটনার সূত্রপাত গত ১৫ সেপ্টেম্বর। ওই দিন নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের জন্য নিজের নামাঙ্কিত মনোনয়নপত্র পেশ করেন মিলন প্রধান। এর ঠিক তিনদিন পর, অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর নাটকীয়ভাবে তাঁকে সমর্থন জানান তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই রাজনৈতিক সমীকরণের রেশ কাটতে না কাটতেই নাটকের নতুন মোড়! সমর্থন পাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ২০০৭ সালের একটি পুরনো রুজু হওয়া মামলায় তাঁকে তড়িঘড়ি গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নিম্ন আদালতের নির্দেশে ঠাঁই হয় জেল হেপাজতে।

গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ও জামিনের আর্জি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মিলনবাবু। তাঁর বিরুদ্ধে রুজু হওয়া মোট ছ'টি মামলার ওপর জামিনের আবেদন জানানো হয়। বিচারপতির এজলাসে এর আগেই চারটি মামলার যুক্তিতর্ক ও শুনানি পর্ব শেষ হয়েছিল। নিয়মমাফিক সোমবারই আদালত থেকে চূড়ান্ত রায় ঘোষণার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বিচার প্রক্রিয়ার জটিলতায় এদিন সেই শুনানি স্থগিত থাকে। জানা গিয়েছে, বাকি থাকা আরও দু'টি আলাদা মামলায় নতুন করে জামিনের আবেদন জানিয়েছেন ওই কংগ্রেস প্রার্থী। আদালত সূত্রের খবর, মঙ্গলবার হাইকোর্টে ওই দুই মামলার শুনানি সম্পন্ন হওয়ার পরেই বিচারপতি জামিন সংক্রান্ত তাঁর রায়দান বা নির্দেশ ঘোষণা করবেন।

এদিকে প্রার্থীর অনুপস্থিতিতেই প্রচারের লড়াইয়ে কোনো খামতি রাখতে নারাজ প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। প্রার্থী গরাদের ওপারে থাকলেও নন্দীগ্রাম জুড়ে জোড়কদমে ময়দানে নেমেছেন দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা। সোমবার নন্দীগ্রামের তেরপেখ্যা এলাকায় প্রার্থী মিলন প্রধানের সমর্থনে একটি প্রচার ট্যাবলো ঘুরে ঘুরে প্রচার চালাচ্ছিল। অভিযোগ, সেই সময় হঠাৎই কতিপয় দুষ্কৃতী সেই ট্যাবলো লক্ষ্য করে চড়াও হয় এবং ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। গাড়ির সামনের কাঁচ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। কংগ্রেসের স্পষ্ট অভিযোগ, নির্বাচনী ময়দানে জমি হারিয়ে এই জঘন্য হামলা চালিয়েছে বিজেপি সমর্থিত আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। যদিও বিজেপি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

কলকাতা ও হাওড়ায় বিপজ্জনক বায়ুদূষণ, 'রোডম্যাপ' তৈরির নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাওড়া ও কলকাতার ভয়াবহ বায়ুদূষণ নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টকে। বিশেষ করে শীতের মরশুম ঘনিয়ে আসার মুখে শহরের বাতাসের গুণমান যেভাবে দ্রুত খারাপ হতে শুরু করে, তা নিয়ে রাজ্য প্রশাসন ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে অবিলম্বে কড়া পদক্ষেপ করার বার্তাও দেয় আদালত। বায়ু পরিষ্কার রাখতে কত দিনের মধ্যে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তার স্পষ্ট একটি 'রোডম্যাপ' তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে। শুধু নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি আদালত, দূষণমুক্তির ব্যবস্থা কার্যকর করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার কথা সাফ জানিয়ে দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভিথালরাও ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। শুনানির সময় বেঞ্চের মন্তব্য, বিষাক্ত বাতাস থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে আর দেরি করা যাবে না। অবিলম্বে পরিবেশবিদ ও বায়ুদূষণ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনায় বসে একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং কার্যকর নীতি তৈরি করতে হবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে।

এদিকে সামনেই একের পর এক বড় উৎসব। দুর্গাপুজো থেকে কালীপুজো ও দিওয়ালি। উৎসবের মরশুমে বাজি ফাটানোর কারণে বাতাসের গুণমান একলফায় অনেকখানি নেমে যায়। তাই বিষাক্ত ধোঁয়া ও বাজি থেকে উৎপন্ন দূষণ লাগামছাড়া হওয়ার আগেই যাতে আগেভাগে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সে বিষয়ে পর্ষদকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে আদালত স্পষ্ট করেছে, শুধু দূষণের মাত্রা মেপেই হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না; পরিবেশ রক্ষায় বাস্তবে আর কী কী সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান ও উত্তর চেয়েছে হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, আইনজীবী আকাশ শর্মা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই উচ্চ আদালতের এই কড়া অবস্থান। আবেদনকারীর বক্তব্য ছিল, বায়ুদূষণ রোধে নির্দিষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত কোনো পদ্ধতি মেনে চলা হচ্ছে না। দূষণের মাত্রা কতটা বাড়ছে বা কমছে, তা জানতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর তা পরীক্ষা করে দেখার সুনির্দিষ্ট পরিকাঠামো জোরদার করা প্রয়োজন।

সোমবার এই মামলার শুনানি চলাকালীন রাজ্যের তরফে উপস্থিত আইনজীবী আদালতকে আশ্বস্ত করে জানান, রাজ্য সরকার দূষণ নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ সচেষ্ট। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ যদি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে দ্রুত কোনো নতুন নীতি তৈরি করে সুপারিশ জমা দেয়, তবে রাজ্য সরকার তা বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এদিকে আদালত পর্ষদকে নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ১৩ অক্টোবরের মধ্যে বায়ুদূষণ রোখার সামগ্রিক নীতি ও রোডম্যাপ তৈরি করে হাইকোর্টে জমা দিতে হবে। রাজ্য প্রশাসন ও পর্ষদের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে আগামী ১৯ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

নিরাপত্তা পুনরুদ্ধারের দাবিতে হাইকোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা হ্রাস ও তাঁর বাসভবনের সামনের পুলিশ কিয়স্ক তুলে নেওয়ার ঘটনায় চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে মে মাসেই তাঁর 'জেড প্লাস' নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে কেবল সাধারণ সাংসদদের জন্য বরাদ্দ সুরক্ষা ব্যবস্থাই রাখা হয়েছিল। সম্প্রতি ভবানীপুরের হরিশ মুখার্জি রোডে তাঁর 'শান্তিনিকেতন' বাসভবনের সামনের পুলিশ কিয়স্ক, মেটাল ডিটেক্টর স্ক্যানার এবং অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনও এক লহমায় সরিয়ে নেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে নিজের নিরাপত্তা পুনরুদ্ধারের দাবিতে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দরজায় কড়া নাড়লেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের এজলাসে অভিষেকের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত শুনানির আর্জি জানান। আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে আইনজীবী বলেন, 'আমার মক্কেল রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত তিনি 'জেড প্লাস' ক্যাটাগরির পূর্ণ নিরাপত্তা পেতেন। কিন্তু রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরেই ধাপে ধাপে তা তুলে নেওয়া হয়। পূর্বে সোনারপুরে মৃত দলীয় কর্মীর বাড়ি যাওয়ার পথে তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়েছিল এবং ডিম ছোড়া হয়েছিল। বর্তমানে নিরাপত্তার নামে কেবল জনা কয়েক হাউস গার্ড ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই পরিস্থিতিতে বাসভবনের নিরাপত্তার কিয়স্কও সরিয়ে নেওয়ায় তাঁর জীবন নিয়ে মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।'

তবে তৃণমূল সাংসদের আইনজীবীর এই যুক্তির পরও অবশ্য আদালত তাৎক্ষণিকভাবে অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন নামঞ্জুর করে। যদিও উচ্চ আদালত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধি মেনে মামলা দায়ের করার অনুমতি দেয়। আদালত সূত্রে জানানো হয়েছে, আগামী ৬ অক্টোবর এই মামলার পরবর্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

পুজোর মুখে হরিদেবপুরের অজেয় সংহতিতে দুষ্কৃতী তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উৎসবের আবহে রবিবার মধ্যরাতে দুষ্কৃতী তাণ্ডব হরিদেবপুরের অন্যতম নামজাদা ও ঐতিহ্যবাহী পুজো কমিটি 'অজেয় সংহতি' ক্লাবে। ভাঙচুর, বেধড়ক মারধর এবং সিসিটিভির ড্রাইভ গায়েব করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুজো শুরুর আগেই উত্তপ্ত এলাকা। ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তরজা। স্থানীয় কাউন্সিলর সরাসরি আঙুল তুলেছেন বিজেপির দিকে। যদিও পদ্মশিবিরের দাবি, রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে অযথা তাঁদের ওপর দায় চাপানো হচ্ছে।

রবিবার গভীর রাতে ৬১ বছরের পুরনো এই ক্লাবে একদল দুষ্কৃতী তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ। ক্লাবে ভেতরে থাকা সদস্যদের ওপর আচমকা চড়াও হয়ে শুরু হয় মারধর। হামলায় মাথা ফেটে গুরুতর আহত হন ক্লাবের প্রবীণ সদস্য অরিজিৎ নন্দী। রক্তাপ্লুত অবস্থায় স্থানীয় কাউন্সিলর রত্না সুরের বাসভবনে গিয়ে আশ্রয় নেন আক্রান্ত সদস্যরা। এদিকে দুষ্কৃতীরা চলে যাওয়ার আগে ক্লাবের সিসিটিভি ক্যামেরার সমস্ত ড্রাইভ খুলে নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ, যাতে অপরাধের প্রমাণ না থাকে। ঘটনার সময়ের বেশ কিছু ফুটেজ অবশ্য ইতিমধ্যেই জনসমক্ষে এসেছে। আহত অরিজিৎবাবু অবশ্য এই ঘটনার পেছনে কোনো রাজনৈতিক রং দেখতে নারাজ। আবেগ চেপে রাখতে না পেরে তিনি বলেন, 'আমরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়, ক্লাবটাকে ভালোবাসি বলে তিলে তিলে এই পুজোটাকে এত বড় করেছি। কিন্তু এক রাতে সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। সিসিটিভি ড্রাইভ পর্যন্ত নিয়ে পালিয়েছে। নিজের আঘাত নিয়ে আমার ভয় নেই, চিন্তা কেবল আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী পুজোটার ভবিষ্যৎ নিয়ে।'

ঘটনার পরেই হরিদেবপুর থানার ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন পুরমাতা রত্না সুর। তাঁর অভিযোগ, ফোন করা সত্ত্বেও হরিদেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অর্থা ওসি-কে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ করেননি। রত্নাদেবী সরাসরি বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বলেন, আমরা তৃণমূল করি বলেই বিজেপি এই হামলা প্ররোচিত করছে। এর আগেও দলীয় কর্মী ও দোকানপাটে হামলা হয়েছে। সেটা না হয় রাজনৈতিক সংঘাত, কিন্তু পুজো যখন দোড়গোড়ায়, তখন একটি সামাজিক ক্লাবে মধ্যরাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো শুধুই রাজনৈতিক নয়, চরম সামাজিক অপরাধ।'

তৃণমূলের এই সুরকে অবশ্য বিন্দুমাত্র আমল দিতে নারাজ বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করে তাঁর তোপ, 'পশ্চিমবঙ্গে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেই বিজেপির দিকে আঙুল তোলা এখন তৃণমূলের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এই ঘটনায় বিজেপির কোনো যোগ নেই, কোনো আগ্রহও নেই। বিগত ৫০ বছর ধরে বাংলায় যে রাজনৈতিক হিংসার পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা মানুষের মজ্জায় ঢুকে গিয়েছে। সেই সংস্কৃতি রাতারাতি উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়।' তবে পুজোর মুখে দক্ষিণ কলকাতার নামী ক্লাবে এমন হিংসার ঘটনায় স্তম্ভিত স্থানীয় বাসিন্দারা। লিখিত অভিযোগ দায়েরের পর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে সিসিটিভি হার্ড ড্রাইভ উধাও হওয়ায় দুষ্কৃতীদের নাগাল পেতে পুলিশকে বেগ পেতে হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে পুলিশের তরফ থেকে।

কলেজ স্কোয়ার সর্বজনীনের মণ্ডপসজ্জা চলছে জোরকদমে। ছবি: অদিতি সাহা

জ্বালানি নিরাপত্তায় ভারতের সাফল্য, কলকাতায় দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্বজুড়ে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্র সফল হয়েছে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। সোমবার কলকাতার একটি হোটেলে বণিক সভা 'মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি' (এমসিসিআই)-র আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিশ্বজুড়ে অস্থিরতার মধ্যেই পেট্রোল - গ্যাসের যোগান ও সাশ্রয়ী মূল্য বজায় রাখাই ছিল সরকারের অগ্রাধিকার।

পুরীর দাবি, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম ৭০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেলেও দেশে তার প্রভাব তুলনামূলকভাবে অনেক কম ছিল। আবগারি শুল্ক কমিয়ে তিন দফায় পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কমানো হয়েছে। তাঁর কথায়, জ্বালানি বিপণন সংস্থাগুলিকে বিপুল ক্ষতির মুখে পড়তে হলেও সরকার তাদের পাশে থেকেছে। একই সঙ্গে তিনি জানান, সংকটের সময়েও দেশের কোনও পেট্রোল পাম্পে জ্বালানির ঘাটতি হয়নি।

বিশ্বে অপরিশোধিত তেলের অভাব নেই বলেও মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর মতে, মূল সমস্যা

সরবরাহ ব্যবস্থায়। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে গেলে বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহের প্রায় ৪০ শতাংশ ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। একই সঙ্গে ৩৩.৫ কোটি এলপিজি গ্রাহকের কথা উল্লেখ করে জানান, তাঁর সবচেয়ে বড় উদ্বেগ ছিল রান্নার গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি গত পাঁচ দশকে পিছিয়ে পড়েছে বলেও মন্তব্য করেন পুরী। তবে সাম্প্রতিক উন্নয়নের জেরে রাজ্য ফের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে উঠে আসবে বলে তাঁর দাবি। তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অগ্রগতি কেন্দ্রের অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে। সেই কারণেই এ বার 'ইন্ডিয়া এনার্জি উইক'-এর আয়োজন কলকাতায় করা হচ্ছে। পাশাপাশি তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান এবং উৎপাদন খাতে ৮৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথাও জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে এমসিসিআই-এর সভাপতি মণীশ ঝাঝারিয়া বলেন, ভারতের অপরিশোধিত তেলের প্রায় ৮৫ শতাংশই আমদানিনির্ভর। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সুলভ ও নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান, হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তেল ও এলএনজি পরিবাহিত হয়। বর্তমানে দেশের কৌশলগত তেল মজুতের ক্ষমতা ৫.৩৩ মিলিয়ন টন, যা প্রায় সাড়ে ৯ দিনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। তেল বিপণন সংস্থাগুলির মজুত-সহ দেশে মোট প্রায় ৭৪ দিনের জ্বালানি মজুতের ব্যবস্থা রয়েছে।

'খাম' প্রতীক-কাণ্ডে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট, রায় স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট-এর বহুল ব্যবহৃত 'খাম' প্রতীক ছিনিয়ে নিয়ে অন্য দলকে দেওয়ার অভিযোগে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। এই সংক্রান্ত মামলার দীর্ঘ শুনানি শেষে সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট রায়দান স্থগিত রাখল। তবে শুনাপর্বে স্বাধীন সংস্থা হিসেবে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে কড়া প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। কোন আইনি বলে বা কিসের ভিত্তিতে আইএসএফ-এর প্রতীক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস'-কে কেন দেওয়া হল, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে রীতিমতো তুলোধোনা করে আদালত।

আদালত সূত্রে খবর, সোমবার শুনানির শুরু থেকেই কমিশনের প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি রাও। রাজ্য নির্বাচন বা কেন্দ্রীয় কমিশনের ঢিলেঢালা মনোভাব ও অস্বচ্ছতায় বিরক্তি প্রকাশ করে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। আদালত চায় নির্বাচন কমিশন এমন স্বচ্ছভাবে কাজ করুক, যাতে তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে জনমনে প্রশ্ন না ওঠে। আদালতকে কেন বারবার প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করতে হবে?' পাশাপাশি ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর দলের পক্ষ টেনে বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ, 'পুরনো প্রতীক ফিরে পাওয়া হয়তো আইএসএফ-এর অলঙ্ঘনীয় অধিকার নয়, কিন্তু যে প্রতীকে তারা লড়ে এসেছে, সেটিই দাবি করা তো তাদের জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আপনারা হঠাৎ করে সেই একই প্রতীক অন্য একটা নতুন দলকে দিয়ে দিলেন কীভাবে?'

তবে আদালতে দাঁড়িয়ে কমিশনের আইনজীবী জিষ্ণু চৌধুরী নিজেদের সিদ্ধান্তের পক্ষে সওয়াল করার চেষ্টা করেন। তাঁর দাবি, 'সাধারণ নির্বাচন আর উপনির্বাচন এক বস্তু নয়। ভোট মিটে গেলেই পুরনো নির্বাচনী অধ্যায় শেষ। কোন দলকে 'ফ্রি সিম্বল' দেওয়া হবে, সে বিষয়ে একমাত্র সিদ্ধান্ত নেওয়ার একচ্ছত্র মালিক কমিশনই। কোনও প্রতীকই কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না।' কিন্তু কমিশনের এই অজুহাত উড়িয়ে দেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। অত্যন্ত কড়া সুরে তিনি পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল আবেদন করেছিল আর অমনি কমিশন তাদের খাম প্রতীকটি উপহার দিয়ে দিল! কিন্তু আইএসএফ-ও তো আবেদন জানিয়েছিল। তাদের সেই আর্জি বিবেচনা করার নথি কোথায়? কোন আইনি ধারায় এই সিদ্ধান্ত? আপনাদের জবাব একেবারেই সন্তোষজনক নয়।' এর পরেই কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে বিচারপতির সংযোজন, 'আসলে আপনাদের কর্তৃপক্ষ আগেই একটি মস্ত বড় অনিয়ম করে বসে আছে। এখন আইনজীবী হিসেবে আপনি সেই ভুল ঢাকা দিতে সাফাই গাইছেন! কমিশন যদি নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলের নির্দেশে চালিত হয়, তবে তো নিরপেক্ষতা নষ্ট হতে বাধ্য!' অন্যদিকে কমিশনের আইনজীবী যখন বারবার দাবি করেন যে প্রতীক দেওয়ার চূড়ান্ত ক্ষমতা শুধুই কমিশনের, তখন আইএসএফ-এর পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য তা সজোরে প্রত্যাখ্যান করেন। বিকাশবাবু আদালতকে জানান, 'কমিশনের ক্ষমতা বা অধিকার কোনো অবস্থাতেই একপেশে বা স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। আইনি নিয়ম মেনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে আব্বাস সিদ্দিকী ও নওশাদ সিদ্দিকী আইএসএফ গঠন করেন। সময় কম থাকায় সেবার বিহারের 'রাষ্ট্রীয় সেকুলার মজলিস পার্টি'-র খাম প্রতীক নিয়ে বাংলায় ভোটে লড়ে সাফল্য পান নওশাদরা। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন ও আসন্ন উপনির্বাচনের আগে স্থায়ী প্রতীকের দাবি জানানো হলেও আচমকাই পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম এবং মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগরের উপনির্বাচনে সেই 'খাম' প্রতীক কেড়ে নিয়ে ঋতব্রতদের গণতান্ত্রিক তৃণমূলের হাতে সঁপে দেয় কমিশন। আর নওশাদের দলকে ধরিয়ে দেওয়া হয় 'আলমারি' প্রতীক। কমিশনের এই একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নওশাদ সিদ্দিকী সরব হন এবং চিঠির জবাব না পেয়ে গত ২১ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সমস্ত পক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পর আদালত রায় স্থগিত রেখেছে। এখন বিচারপতির চূড়ান্ত রায়ের দিকেই তাকিয়ে বাংলা।

আদালতে বেলেঘাটার বিধায়ক, দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পর পর দু'দিন প্রাণঘাতী হামলার শিকার হয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বেলেঘাটার শাসকদলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত করে প্রাণনাশের চেষ্টা চালানো হচ্ছে; এই মারাত্মক অভিযোগ তুলে উচ্চ আদালতের কাছে অবিলম্বে নিরাপত্তা দাবি করেছেন তিনি। তবে এই সংক্রান্ত মামলার আবেদনের সুযোগ দিলেও জরুরি ভিত্তিতে দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ করে দেন বিচারপতি।

সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিধায়ক কুণাল ঘোষের আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য। আদালতে সওয়াল করে আইনজীবী জানান, তাঁর মক্কেল একজন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। পর পর দু'দিন তাঁর ওপর যে ভাবে পরিকল্পিত ও হিংসাত্মক হামলা চালানো হয়েছে, তাতে তাঁর প্রাণহানির সুনির্দিষ্ট ও মারাত্মক আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আদালতের হস্তক্ষেপ দাবি করে তিনি আবেদন জানান, পুলিশ যাতে বিধায়কের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে এবং যদি তা না-হয়, তবে হামলার ঘটনার বিরুদ্ধে যেন কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় ও পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে মামলাটির দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হয়েছিল। তবে শুনানির আর্জি শুনে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মামলা দায়েরের অনুমতি দিলেও জরুরি ভিত্তিতে দ্রুত শুনানির দাবি গ্রহণ করেননি। আবেদনটি সরাসরি খারিজ করে দিয়ে বিচারপতি জানান, আদালত তার স্বকীয় নিয়ম মেনেই চলবে। স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই মামলাটি হাইকোর্টের নির্ধারিত শুনানির তালিকায় স্থান পাবে।

উল্লেখ্য, গত শনিবার শ্রীরামপুরের কোর্টের মাঠে আয়োজিত দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন কুণাল ঘোষ। অভিযোগ, যাওয়ার পথে উত্তরপাড়ায় হঠাৎই তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ব্যাপক হামলা চালানো হয়। দুষ্কৃতীরা তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর এবং ডিম ছুড়তে থাকে। আক্রমণের তীব্রতায় কুণাল ঘোষ আর সভায় পৌঁছতেই পারেননি। কাচ-ভাঙা ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি নিয়ে কোনোক্রমে কলকাতায় ফিরে রাজ্য পুলিশের রাজ্য সদর দপ্তর ভবানীভবনে যান তিনি। কিন্তু অভিযোগ, সেখানেও তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই রবিবার সকালে বেলেঘাটায় নিজের বিধানসভা কেন্দ্রেই ফের মারাত্মক আক্রমণের মুখোমুখি হন বিধায়ক। কুণাল ঘোষের দাবি, সকালে বাড়ি থেকে বেরোনোর মুহূর্তেই রিভলভার হাতে কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর পিছু নেয়। কিছুদূর যেতেই হাতুড়ি এবং পাথর দিয়ে তাঁর গাড়ির সামনের ও পিছনের কাচ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়। পর পর এই দুটি হিংসাত্মক আক্রমণের ঘটনায় সুর চড়িয়েছেন বিধায়ক। গোটা চক্রান্তের পেছনে মূল বিরোধী দল বিজেপি-র হাত রয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। একই সঙ্গে কঠিন পরিস্থিতিতে রাজ্য পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে তীব্র নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন কুণাল ঘোষ।

সম্পাদকীয়

উন্নয়নের ‘জোয়ারে’ ক্রমশ বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে একাধিক শহর

একটি শহরকে উন্নত বলার মাপকাঠি কী? চওড়া রাস্তা, উঁচু বাড়ি, উড়ালপুল, মেট্রো, শপিং মল এবং নতুন নির্মাণ? নাকি উন্নত শহরের আসল পরিচয়;সেখানে মানুষ স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারে, শ্বাস নিতে পারে, পানীয় জল পায়, সবুজ দেখা যায় এবং সুস্থ হয়ে বাঁচতে পারে? এই প্রশ্নটি এখন আর শুধু পরিবেশবিদদের নয়। শহর যত বাড়ছে, মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে দূষণের সম্পর্ক তত স্পষ্ট হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে, গোটা বিশ্বের শহরবাসীর প্রায় ৯১ শতাংশ দূষিত বাতাসে শ্বাস নেন। অপরিকল্পিত পরিবহণ ব্যবস্থা, বায়ু ও শব্দদূষণ এবং নিরাপদ চলাচলের অভাব শহুরে স্বাস্থ্যের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। এই দেশের সমস্যাটি আরও জটিল। বায়ুদূষণের উৎস একটি নয়। যানবাহন, শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন, নির্মাণের ধুলো, রাস্তার ধুলো, বর্জ্য পোড়ানো এবং কৃষির অবশিষ্ট পোড়ানো;সব মিলিয়ে দূষণের জাল তৈরি হয়। তার উপর একটি শহরের দূষণ সব সময় সেই শহরের সীমানার মধ্যে তৈরি হয় না। বাতাস দূষণকে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নিয়ে যায়। বিশ্বব্যাঙ্কও তাই ভারতীয় বায়ুদূষণ মোকাবিলায় শুধু শহরভিত্তিক ব্যবস্থা নয়, বৃহত্তর ‘এয়ারশেড’ বা বায়ুপ্রবাহ-ভিত্তিক পরিকল্পনার কথাই বলেছে। সমস্যার একটি বড় জায়গা হল নির্মাণকাজ। রাস্তায় খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে, পুরনো নির্মাণ ভেঙে উঠছে নতুন বহুতল উঠছে, মেট্রো বা সেতুর কাজ চলছে। উন্নয়নের জন্য এই কাজ প্রয়োজনীয়। কিন্তু নির্মাণসামগ্রী খোলা অবস্থায় পড়ে থাকা, ধুলো নিয়ন্ত্রণে অনীহা, নির্মাণ বর্জ্য যথাযথ ভাবে সরানো না হলে সেই উন্নয়নই শহরের বাতাসকে ভারী ও দূষিত করে তোলে। নির্মাণ ও ভাঙাচোরা বর্জ্য দ্রুত বাড়তে থাকা বর্জ্যের একটি বড় প্রবাহে পরিণত হচ্ছে এবং তার সঙ্গে যুক্ত ধুলোও দূষণের উৎস। আর কলকাতার মতো শহরে এই প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ। জলাভূমি, খোলা জায়গা, গাছপালা এবং পুরনো জলনিকাশি ব্যবস্থা নষ্ট করে যদি কেবল কংক্রিট বাড়তে থাকে, তা হলে শহর হয়তো আরও ঘন হবে, কিন্তু আরও বাসযোগ্য হবে কি, বড় প্রশ্ন এখন সেটাই।

শব্দছক ২৮১

রবি দাস

১	■	২		৩		■	৪
৫	৬		■		■	৭	
৮		■	৯		১০		
	■	১১		■	১২		■
■	১৩		■	১৪		■	১৫
১৬			১৭		■	১৮	
১৯		■		■	২০		
	■	২১				■	

পাশাপাশি: ২. আপ্লুত ৫. ছয় ধাতুর সর্বশেষটি ৭. বার্ধক্য ৮. রাধা ৯. একসঙ্গে অনেকজনের বিবাহ অনুষ্ঠান ১১. সব ১২. পুস্তক ১৩. পাঞ্জাবের পাঁচ নদীর একটি ১৪. বেণু ১৬. কারুর নিজস্ব অবস্থান অঞ্চল ১৮. পিতা ১৯. আয় ২১. আফ্রিকার মরুভূমি ২১. পছন্দসই

ওপর-নিচ: ১. আশ্বিনের শুক্লপক্ষে নয় তিথি নিয়ে পালনীয় ব্রত ২. শেষ ৩. অলঙ্কার ৪. শুয়োর ৬. মহিলার মহিলা বান্ধবী ৭. কসাই দ্বারা নৃশংস জীবহত্যা ৯. অহঙ্কার ১০. অবশ ১১. সূর্য ১৩. গাধা ১৪. বক্র ১৫. অন্যায় ১৬. মুক্তি ১৭. গোপন করা ১৮. বাহবা ২০. পৃথিবীতে সমুদ্রের সংখ্যা

সমাধান ২৮০ — পাশাপাশি: ১. বায়স ৩. শাকাহারি ৪. কাজল ৫. পাতিকাক ৭, নদী ১০. কদু ১২. কাকভোর ১৪. তাম্বুরা ১৫. জলাঞ্জলি ১৬. নির্দোষ

ওপর-নিচ: ১. বাধাদান ২. সকাল ৩.ত শাকপাতা ৬. কায়িক ৮. দীপক ৯. করতালি ১১. দূরাভাষ ১৩. পারানি

আজকের দিন

■ **১৯৮৮** — ‘চ্যালেঞ্জার’ বিপর্যয়ের পর মানুষসহ মহাকাশ অভিযানের ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে নাসা ‘স্পেস শাটল ডিসকভারি’ উৎক্ষেপণ করে।

■ **১৯৯৪** — বাল্টিক সাগরে যাত্রী ও গাড়ি বহনকারী ফেরি ‘এমএস এস্তোনিয়া’ ডুবে যায়।

জন্মদিন

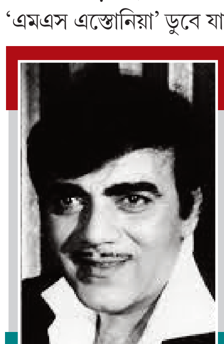

মেহমুদ

১৯৩২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা মেহমুদের জন্মদিন।*
১৯৫৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা তাপস পালের জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় দীপেন্দু বিশ্বাসের জন্মদিন।*

ডিগ্রি বাড়ছে, কাজ কমছে শিক্ষার সাফল্য মাপব কীভাবে?

বিশ্বজিৎ বৈদ্য

একসময় উচ্চশিক্ষা ছিল সামাজিক অগ্রগতির প্রতীক। পরিবারের প্রথম সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারলে গোটা পরিবার মনে করত, তাদের সামাজিক অবস্থান বদলেছে। আজ সেই দৃশ্য অনেকটাই বদলেছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা আগের তুলনায় অনেক বেশি মানুষের জন্য খুলেছে, গ্রাম থেকে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষায় পৌঁছচ্ছেন, ডিগ্রিধারীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু শিক্ষার এই বিস্তারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর একটি কঠিন বাস্তবতা;ডিগ্রি বাড়ছে, অথচ সেই ডিগ্রির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজের নিশ্চয়তা বাড়ছে না। ফলে প্রশ্নটি এখন আর শুধু বেকারত্বের নয়; প্রশ্ন হল, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আসলে তরুণ প্রজন্মকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

শিক্ষা যদি ভবিষ্যতের দরজা খোলার চাবি হয়, তবে সেই দরজার ওপারে যদি দীর্ঘ অপেক্ষা, অনিশ্চয়তা এবং অপ্রাসঙ্গিক কাজ ছাড়া কিছু না থাকে, তাহলে শিক্ষার সাফল্য নিয়ে নতুন করে ভাবতেই হবে। একটি তরুণ চার-পাঁচ বছর উচ্চশিক্ষায় সময় দিলেন, পরিবার তাঁর পিছনে অর্থ ব্যয় করল, তিনি ডিগ্রি পেলেন; তারপর বছরের পর বছর চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিলেন। এক পরীক্ষা থেকে অন্য পরীক্ষা, এক আবেদন থেকে অন্য আবেদন;এই অপেক্ষাই যদি তাঁর শিক্ষাজীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হয়ে ওঠে, তাহলে সমস্যাটি শুধু ব্যক্তির নয়, ব্যবস্থারও।

সাম্প্রতিক শ্রমবাজারের পরিসংখ্যান এই উদ্বেগকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের State of Working India 2026 প্রতিবেদনে ২০২৩ সালের তথ্যের ভিত্তিতে ২৫ বছরের কম বয়সি স্নাতকদের বেকারত্বের হার প্রায় ৩৯ শতাংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই হিসাবের বয়সসীমা ও পদ্ধতি অন্য সরকারি শ্রমশক্তি সমীক্ষার সঙ্গে এক নয়; ফলে পরিসংখ্যানগুলিকে সরাসরি তুলনা করা উচিত নয়। কিন্তু তথ্যটি একটি বড় প্রশ্ন সামনে আনে;উচ্চশিক্ষার বিস্তার এবং তরুণদের কর্মসংস্থানের মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, সেটিকে আমরা কতদিন উপেক্ষা করব? এই দূরত্বকে শুধু ‘দক্ষতার অভাব’ বলে ব্যাখ্যা করা সহজ, কিন্তু অসম্পূর্ণ। তরুণদের বলা হচ্ছে আরও দক্ষ হতে, নতুন প্রযুক্তি শিখতে, কম্পিউটার জানতে, ইংরেজিতে দক্ষ হতে, পেশাগত প্রশিক্ষণ নিতে। অবশ্যই দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রত্যেক তরুণ যদি নিজের দক্ষতা বাড়ান, তার বিনিময়ে অর্থনীতিতে কি পর্যাপ্ত মানসম্মত কাজ তৈরি হচ্ছে? একজন যুবককে বারবার বলা হচ্ছে নিজেকে বদলাতে; কিন্তু শ্রমবাজারটি কি নিজেকে বদলাচ্ছে? এই প্রশ্নটি এড়িয়ে গেলে শিক্ষিত বেকারত্বের প্রকৃত চিত্র ধরা পড়বে না।

আরও বড় সমস্যা হল শিক্ষার সঙ্গে কর্মজগতের বিচ্ছিন্নতা। আমাদের অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় সফল হতে শেখেন, কিন্তু বাস্তব সমস্যা সমাধান করতে শেখেন না। তাঁরা পাঠ্যসূচি শেষ করেন, কিন্তু কাজের জগতে কীভাবে জ্ঞান প্রয়োগ করতে হয়, তা অনেক সময় শেখার সুযোগ পান না। কলেজে পড়ানো বিষয় এবং স্থানীয় অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্কও দুর্বল। একটি জেলার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার তরুণ ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসছেন, কিন্তু সেই জেলার শিল্প, কৃষি, পরিষেবা, ক্ষুদ্র উদ্যোগ বা গবেষণাক্ষেত্রে তাঁদের জন্য কতটা সুযোগ তৈরি হচ্ছে;এই প্রশ্ন খুব কমই করা হয়। ফলে উচ্চশিক্ষা অনেক সময় স্থানীয় উন্নয়নের শক্তি না হয়ে পরিযায়নের প্রস্তুতিপর্ব হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামের একজন তরুণ কলেজে পড়েন, ডিগ্রি অর্জন করেন, তারপর কাজের সন্ধানে কলকাতা, বেঙ্গালুরু, দিল্লি, মুম্বই কিংবা অন্য রাজ্যে চলে যান। তাঁর শিক্ষার খরচ বহন করে যে পরিবার, সেই পরিবার তাঁর শ্রমের ফল স্থানীয় অর্থনীতিতে পায় না। গ্রাম তার শিক্ষিত তরুণকে তৈরি করে, কিন্তু কাজের সুযোগ তৈরি করতে না পারায় তাকে হারায়। এ এক ধরনের নীরব মানবসম্পদ-নিষ্কাশন। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শিক্ষার ভৌগোলিক বৈষম্য। একই ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও শহরের ছাত্র এবং প্রত্যন্ত গ্রামের ছাত্রের সুযোগ এক নয়। শহরের শিক্ষার্থী ইন্টার্নশিপ, প্রশিক্ষণ, পেশাগত যোগাযোগ, কোচিং এবং বিভিন্ন কর্মসংস্থানের তথ্য সহজে পেতে পারেন। গ্রামের শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সেই সুযোগ অনেক বেশি সীমিত। ফলে শিক্ষায় প্রবেশের দরজা খুলে দিলেই সমতা তৈরি হয় না। শিক্ষার পরবর্তী সুযোগের ক্ষেত্রেও সমতা দরকার।

তবে এই সংকটের সমাধান হিসেবে শিক্ষাকে কেবল চাকরির প্রশিক্ষণকেন্দ্রে পরিণত করাও বিপজ্জনক। ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান কিংবা মৌলিক বিজ্ঞানের মূল্য কেবল চাকরির বাজার দিয়ে নির্ধারণ করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুধু চাকরিপ্রার্থী তৈরি করা নয়; চিন্তাশীল, যুক্তিবাদী ও দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করাও তার কাজ। কিন্তু এই মানবিক উদ্দেশ্যের কথা বলে শিক্ষিত তরুণের কর্মসংস্থানের প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়াও চলবে না। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানকে পরস্পরের বিপরীত হিসেবে দেখার সময় শেষ। প্রকৃত সমস্যা এখানেই; আমরা শিক্ষাকে পরিসংখ্যানে মাপতে অভ্যস্ত, কিন্তু তার ফলকে জীবনের বাস্তবতায় মাপি না। কতজন ভর্তি হলেন, কতজন পাশ করলেন, কতজন ডিগ্রি পেলেন; এই হিসাব সহজ। কিন্তু কতজন তাঁদের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ পেলেন, কতজন স্থায়ী আয় করতে পারলেন, কতজন নিজেদের দক্ষতা কাজে লাগাতে পারলেন;এই প্রশ্নগুলির উত্তর অনেক বেশি অস্বস্তিকর।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও শুধু ‘চাকরি আছে’ বললেই দায়িত্ব শেষ হয় না। যে কাজের মজুরি অপ্রতুল, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, সামাজিক সুরক্ষা নেই এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনও ব্যবহার নেই, তাকে মানসম্মত কর্মসংস্থান বলা কঠিন। একজন স্নাতক যদি বাধ্য হয়ে এমন কাজে ঢোকেন যেখানে তাঁর শিক্ষার কোনও মূল্য নেই, তাহলে পরিসংখ্যান হয়তো তাঁকে ‘কর্মরত’ দেখাবে; কিন্তু তাঁর শিক্ষাগত বিনিয়োগের কতটা সামাজিক মূল্যায়ন হল, সেই প্রশ্ন থেকেই যাবে।

তাই শিক্ষা নীতিতে এখন শুধু আসন বাড়ানো নয়, শিক্ষা থেকে কর্মজগতে যাওয়ার সেতু তৈরি করা জরুরি। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে স্থানীয় শিল্প, কৃষি, পরিষেবা, গবেষণা ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের বাস্তব সংযোগ তৈরি করতে হবে। শিক্ষার্থীদের শুধু পরীক্ষার জন্য নয়, বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। ইন্টার্নশিপ, প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা, গবেষণা, কারিগরি দক্ষতা এবং উদ্যোক্তা তৈরির সুযোগ বাড়াতে হবে। তবে এই সমস্ত সুযোগ যেন শুধু শহর বা সচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, সেটিও নিশ্চিত করা জরুরি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, শিক্ষিত তরুণকে সমস্যার কারণ হিসেবে দেখা বন্ধ করা। একজন তরুণ চাকরি পাচ্ছেন না মানেই তিনি অযোগ্য;এই ধারণা যেমন অন্যায়, তেমনই বিপজ্জনক। কারণ কর্মসংস্থান ব্যক্তিগত দক্ষতার পাশাপাশি অর্থনীতির কাঠামো, বিনিয়োগ, শিল্পের প্রসার, সরকারি নীতি এবং শ্রমবাজারের চাহিদার উপরও নির্ভর করে। ব্যক্তিকে ক্রমাগত তআরও যোগ্য হওদ বলা সহজ; কিন্তু এমন অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরি করা কঠিন, যেখানে সেই যোগ্যতার প্রকৃত মূল্য পাওয়া যায়।

আজ তাই প্রশ্নটি হওয়া উচিত নয়, ‘তুমি কত ডিগ্রি পেয়েছ?’ প্রশ্ন হওয়া উচিত, ‘তোমার শিক্ষা তোমাকে কী করতে সক্ষম করেছে?’ যদি উত্তর হয়;আরও একটি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে, আরও একটি চাকরির ফর্ম পূরণ করতে, আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে; তাহলে শিক্ষার সাফল্যের প্রচলিত সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট কারণ আছে।

ডিগ্রি মানুষের সম্ভাবনা বাড়ানোর কথা। কিন্তু সম্ভাবনার সঙ্গে সুযোগের যোগ না থাকলে ডিগ্রি একসময় কাগজে পরিণত হয়। আর কাগজ যতই বাড়ুক, তার ওজন দিয়ে একটি প্রজন্মের ভবিষ্যৎ তৈরি হয় না। ভবিষ্যৎ তৈরি হয় জ্ঞান, দক্ষতা, কাজের সুযোগ, ন্যায্য মজুরি এবং সামাজিক মর্যাদার সমন্বয়ে। আমাদের সামনে তাই দুটি পথ। একদিকে ডিগ্রির সংখ্যা বাড়িয়ে শিক্ষার সাফল্যের ছবি আরও উজ্জ্বল করা; অন্যদিকে সেই ডিগ্রিকে মানুষের জীবনের বাস্তব সম্ভাবনায় পরিণত করার চেষ্টা করা। প্রথমটি পরিসংখ্যানকে সুন্দর করবে, দ্বিতীয়টি বদলাবে জীবন। শিক্ষার সাফল্য কতগুলি ডিগ্রি বিতরণ করা হয়েছে, তার হিসাব নয়; সেই ডিগ্রি কতগুলি জীবনকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ দিয়েছে, তার হিসাব। এই হিসাবের মুখোমুখি হওয়ার সময়ই এখন।

অশ্রদ্ধা করার আগে একবার বাস্তবকে ভাবুন

শুভজিৎ বসাক

কোথাও পড়েছিলাম, মানুষের ভালো এবং খারাপ লাগা; উভয় অভিজ্ঞতার মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করেন।

এই কিছুদিন আগের ঘটনা। দেশেরই এক নামী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন এক মুমূর্ষু রোগী। তাঁর অন্ত্রে ছিদ্র (Perforation) হয়েছিল। অস্ত্রোপচারের পর সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় তাকে আইসিইউতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে, কিন্তু কোনো কারণে তখন ট্রলিম্যান উপস্থিত ছিল না। অগত্যা বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে সর্বতোভাবে দক্ষ বিভাগীয় অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট নিজে উদ্যোগী হলেন। অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব না করে তিনি কয়েকজন অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের সাথে নিয়ে নিজেই ট্রলি ঠেলে রোগীকে আইসিইউর দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন।

এই দৃশ্য দেখে ট্রলিম্যান ও জিডিএ কর্মীরা দ্রুত ছুটে এসে সাহায্যে হাত বাড়াল। ঠিক তখনই এক স্বাস্থ্যকর্মী মন্তব্য করে বসলেন, ‘স্যার ট্রলি ঠেলছেন, এটা কি ঠিক?’ অদূর থেকে উত্তর এলো আরও মর্মান্তিক। কেউ একজন বলে উঠল, ‘এমটি-ওটিরা তো সারা দিন বসেই থাকে! ট্রলি ঠেলতে আবার অসুবিধা কোথায়?’

আজকের সমগ্র স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট পরিসরের কর্মীদের কেবল ‘টেকনিশিয়ান’ বলে অভিহিত করাটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়নি, বরং তাঁদের অবমূল্যায়ন করাটাও অনেকের অহংকারের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। সেদিন হয়তো সেই কটূক্তি করে কেউ বাহবা কুড়িয়েছিলেন, কিন্তু কালচক্রে বিধাতা অন্য কোনো হিসাব কষছিলেন।

বাস্তব আমাদের শেখায়; ঈশ্বরের উপস্থিতি ভালো ও মন্দ উভয় অভিজ্ঞতার ভেতরেই থাকে। সেদিন সেই মন্তব্যটি বেদনাদায়ক হলেও, সত্য প্রকাশের পথ বন্ধ থাকেনি।

আজকের আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার দিকে তাকালেই সত্যটা পরিষ্কার হয়ে যায়। হাসপাতালে একজন মুমূর্ষু রোগী ভর্তি হওয়ার পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত চিকিৎসকেরা যাঁদের ওপর সবচেয়ে বেশি ভরসা রাখেন, তাঁরা হলেন এই ‘মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট’ পরিসরের স্বাস্থ্যকর্মীরা। যাঁরা তাঁদের ছোট করে দেখেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত; কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে খাটো করে নিজে কখনো বড় হওয়া যায় না। সময় ও কালচক্র তা নির্ধারণ করে দেয়।

যেদিন আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হবেন, সেদিন চিকিৎসকের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহায়ক হবেন এই প্রশিক্ষিত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টরাই। ল্যাবরেটরি রিপোর্ট, ইসিজি, ইইজি, রেডিও ডায়াগনস্টিকের নিখুঁত মূল্যায়ন থেকে শুরু করে অস্ত্রোপচার কক্ষে ‘অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্ট’দের দায়িত্বশীল ভূমিকা, কিংবা ক্রিটিক্যাল কেয়ার ও পারফিউশন টেকনোলজিস্টদের নিপুণ দক্ষতার ওপর ভর করেই আপনার প্রিয়জন আবার হেসে উঠবেন।

বিষয়টি আসলে কেমন জানেন? রাস্তায় যাওয়ার পথে শনি মন্দির দেখলে হেলাফেলা করে চলে যাওয়া সহজ, কিন্তু শনির সাড়ে সাতি শুরু হলে সেই পথের ধারের শনিই সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন। সময় থাকতে সময়কে শ্রদ্ধা করলে সময়ই ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করে। কালচক্রে শিব বিরাজমান, আর শিব অহংকারীর দম্ভ চূর্ণ করতেই ভালোবাসেন; তিনি যে-ই হোন না কেন!

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

বয়সের সঙ্গে বুড়ো হওয়ার সম্পর্ক থাকলেও বড়র যোগ নেই। বড় দেহের বৃদ্ধি নয়, মনের পরিণতি। বয়সে নয়, মনেই ছোট-বড়। সকলেই বুড়ো হয়, কেউ কেউ বড়।

কোট-আনকোট

আগের সরকার একাধিক প্রকল্প চালু করতে দেয়নি। আমরা এবার অনেক পরিকল্পনা করেছি। সবটা সফল হবে। এই সেক্টরে আগামী দিনে অনেক লগ্নি আসবে, প্রকল্পগুলির সম্প্রসারণ ও অনেক কর্মসংস্থান হবে।

হলদিয়ায় নতুন ইউনিট চালু করে শুভেন্দু অধিকারী।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সীমান্তের বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের সহায়তা প্রদান

সামগ্রী তুলে দিলেন শান্তনু ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: সীমান্তের প্রত্যন্ত গ্রামের মাঠে অন্যরকম ছবি। কারও হাতে হুইলচেয়ার, কারও হাতে ট্রাইসাইকেল, আবার কেউ পেলেন শ্রবণযন্ত্র। স্বরূপনগরের মালঙ্গপাড়া ফুটবল মাঠে একসঙ্গে ১,৫৬৭ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের হাতে পৌঁছে গেল প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উপভোক্তাদের হাতে সামগ্রী তুলে দেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর।

সীমান্তের গ্রাম। চারদিকে প্রত্যন্ত এলাকা। আর সেই এলাকার বহু বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের মুখে এদিন স্বস্তির হাসি। স্বরূপনগরের মালঙ্গপাড়া ফুটবল মাঠে আয়োজিত হল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের সহায়তা প্রদান কর্মসূচি। একসঙ্গে ১,৫৬৭ জনের হাতে তুলে দেওয়া হল হুইলচেয়ার, শ্রবণযন্ত্র, ট্রাইসাইকেল-সহ বিভিন্ন ধরনের সহায়ক সামগ্রী। সকাল থেকেই মাঠে ভিড় করতে শুরু করেন উপভোক্তা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। কারও দীর্ঘদিনের প্রয়োজন ছিল একটি হুইলচেয়ারের, কারও প্রয়োজন শ্রবণযন্ত্রের। আবার কারও চলাফেরার জন্য প্রয়োজন ছিল ট্রাইসাইকেলের। প্রয়োজন অনুযায়ী উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিভিন্ন সহায়ক সামগ্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। তাঁর হাত দিয়েই একে একে উপভোক্তাদের হাতে পৌঁছে যায় সামগ্রী। সীমান্তবর্তী এলাকার প্রত্যন্ত মানুষের কাছে সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগ ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও তৈরি হয় আগ্রহ। শুধু একটি সরকারি কর্মসূচি নয়, বহু পরিবারের কাছে এদিনের দিনটি ছিল প্রয়োজনীয় একটি সহায়তা পাওয়ার দিন। কারণ দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরা, যোগাযোগ কিংবা স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে একটি হুইলচেয়ার, ট্রাইসাইকেল বা শ্রবণযন্ত্র অনেকের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সীমান্তবর্তী এলাকার বহু মানুষকে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে পরিষেবা নিতে যেতে হয়। সেই জায়গায় নিজেদের এলাকাতেই এমন কর্মসূচি হওয়ায় উপকৃত হয়েছেন বহু পরিবার। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁদের উপস্থিতিতে উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সহায়ক সামগ্রী। দিনভর মালঙ্গপাড়া ফুটবল মাঠে ছিল উৎসবের আবহ। তবে এই উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু কোনও রাজনৈতিক মঞ্চ নয়, ছিল ১,৫৬৭ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ এবং তাঁদের প্রীয়োজন।

তিন দশকের সেতু সংস্কারের দাবি ১৭টি গ্রামের বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলার পাত্রসায়ের ব্লকে সাম্প্রতিক লাগাতার বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। শালী নদীর জল দু-কূল ছাপিয়ে ঢুকে পড়ে চাষের জমি ও লোকালয়ে। হাজার হাজার বিঘা জমির ধান ও সবজি জলে ডুবে যায়। নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ধগড়িয়া রাস্তাটিও জলে ডুবে যায়। গত দু'দিন নতুন করে বৃষ্টি না হলেও চাষের জমি জলে ডুবে রয়েছে। নারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, এনিয়ে চলতি বছরে তিনবার চাষের জমি শালী নদীর জলে ডুবেছে। এবার তাদের ধার দেনা করে চাষ করেছিলেন অথচ গত সপ্তাহের লাগাতার বৃষ্টিতে শালী নদীর জলে সব ডুবিয়ে শেষ। অন্যদিকে, নারায়ণপুর থেকে ধগড়িয়া রাস্তাটির ওপর দিয়ে তীব্র গতিতে জল বহে যেতে থাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাদের অভিযোগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিগত

সরকারের সময় বারবার বিভিন্ন জায়গায় আবেদন জানানো হলেও কোন লাভ হয়নি। কৃষি নির্ভর জায়গা হলেও ফসল বাঁচানোর সরকারি উদ্যোগ নেই। তাদের আশা, রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে তাই তাদের দুর্দশার অবসান ঘটতে পারে। অন্যদিকে এই ব্লকেরই শালী নদীর ওপরে থাকা তিন দশকের সেতু সংস্কারের দাবিতে সরব গ্রামবাসীরা। গত ১৯৯৮ সালে বাম আমলে তৈরি হয়েছিল পাত্রসায়েরের কাঁকরডাঙার দুধেপুকুর, খোশালপুর রাস্তার ওপর শালী নদীর সেতু। দীর্ঘ ২৮ বছর আগে সেতু নির্মাণ হলেও সংস্কার হয়নি। এতে সেতুটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। যেকোন সময় ভেঙে পড়তে পারে। ইতিমধ্যেই সেতুর গার্ডওয়ালের একাংশ ভেঙে পড়েছে। রাতুল জানা, তুহিন কর ও সত্য ব্যানার্জি জানান, যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেতুটি পারাপার করতে হয়। এই সেতু দিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাসস্ট্যান্ড ও স্টেশন-সহ গুরুত্বপূর্ণ সব জায়গার যোগাযোগের রাস্তা এই সেতু দিয়ে। খোশালপুর, পুরুলিয়া, শিমূলডাঙা, মরেপাড়া, খামারডিহি, হদল,কুন্দি, রামনগর, দেউলপাড়া, খাঁপাড়া ও নিমাইনগর-সহ প্রায় ১৭ কৃষিনির্ভর গ্রামের প্রধান যোগাযোগের রাস্তা এই সেতু দিয়েই। অথচ সংস্কারে গুরুত্ব দেয়নি বিগত সরকার। গত ১৫ বছরে সংস্কার করা হলে এতটা ঝুঁকিপূর্ণ ও জরাজীর্ণ হতো না সেতুটি। তাঁদের আশা রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে। এবার তাঁদের দুর্ভোগ অবসান হতে পারে।

নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টায় ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: এক ১৫ বছরের নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি এবং ধর্ষণের চেষ্টা করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল কালনা আদালত। সোমবার কালনা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা (বিশেষ) আদালতের বিচারক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য এই গুরুত্বপূর্ণ রায় ঘোষণা করেন।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, সাজাপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তির নাম শিবরাম মণ্ডল। সে পূর্বস্থলী থানার পারুলিয়ার বাগিচাপাড়া এলাকার বাসিন্দা। সাজা ঘোষণার পাশাপাশি আদালত তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলে রায়ে জানানো হয়। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কালনা আদালতের সরকারি আইনজীবী মলয় কুমার পাঁজা জানান, ২০২০ সালের ২৩ জুন ১৫ বছরের ওই নাবালিকাকে একটি শুকরের খামারে

নিয়ে যায় অভিযুক্ত শিবরাম মণ্ডল। সেখানে তার শ্লীলতাহানি করার পাশাপাশি তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। পরের দিন নির্যাতিতা নাবালিকা সম্পূর্ণ বিষয়টি তার মাকে খুলে বলে। এরপরই পরিবারের পক্ষ থেকে পূর্বস্থলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন একাধিক সাক্ষী ও তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গত শুক্রবার কালনা আদালত শিবরাম মণ্ডলকে দোষী সাব্যস্ত করে। এরপর সোমবার আদালত তার বিরুদ্ধে এই সাজা ঘোষণা করল।

দুই কোটি টাকার ব্রাউন সুগার-সহ ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আসামের কামাখ্যা থেকে মালদায় গোপনে প্রায় দুই কোটি টাকার ব্রাউন সুগার পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়লো কালিয়াচকের দুই মাদক কারবারি। রবিবার রাতে মালদা ক্রাইম মনিটরিং গ্রুপ এবং কলকাতা এসটিএফের যৌথ উদ্যোগেই এই অভিযান চালানো হয়। মালদা টাউন স্টেশন চত্বরে জিআরপির সহযোগিতা নিয়ে ওই দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করে যৌথ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্তারা। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২ কেজি ৫৮২ গ্রাম ব্রাউন সুগার। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ২ কোটি টাকা। সোমবার ধৃতদের সাত দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদনে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। এদিন রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জেলা পুলিশের ক্রাইম মনিটরিং গ্রুপ, এসটিএফ এবং মালদা টাউন স্টেশনের জিআরপি ফাঁদ পাতে। কামাখ্যা থেকে হাওড়া গামী এক্সপ্রেস ট্রেন মালদা টাউন স্টেশনে আসতেই তথ্য অনুযায়ী দুই কারবারীকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় ২ কেজি ৫৮২ গ্রাম মাদক। গ্রেপ্তার করা হয় ওই দুই কারবারীকে। ধৃতদের নাম জুবাইল শেখ ও আলেপ শেখ। ধৃতরা কালিয়াচকের মোজমপুর ও মোমিনপাড়া এলাকার বাসিন্দা। প্রাথমিক জেরায় ধৃতরা জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া মাদক কামাখ্যা থেকে মালদায় নিয়ে আসার জন্য ধৃতদের ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল।

সাইবার অপরাধে গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রাতের অন্ধকারে সিটি সেন্টারে পুলিশের অভিযান। সাইবার অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তার পুরুলিয়ার নিতুড়িয়ার বাসিন্দা সাহেব মণ্ডল। রবিবার রাতে সিটি সেন্টারের ১২ নম্বর রানি রাসমণি সরণি এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে সিটি সেন্টার ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ল্যাপটপ, ৭-৮টি মোবাইল ফোন এবং একাধিক ব্যাঙ্কের পাসবই। একসঙ্গে এতগুলি মোবাইল, ল্যাপটপ এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের নথি উদ্ধারের ঘটনায় তদন্তকারীদের নজর এখন উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর দিকে। ওই ডিভাইসগুলিতে সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত কোনও তথ্য বা সূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, একাধিক ব্যাঙ্কের পাসবই কীভাবে সাহেব মণ্ডলের কাছে এল, সেগুলির সঙ্গে কোনও আর্থিক লেনদেন বা সাইবার অপরাধের যোগ রয়েছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সোমবার ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। উদ্ধার হওয়া মোবাইল ও ল্যাপটপের তথ্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি গোটা ঘটনার নেপথ্যে থাকা নেটওয়ার্কের সন্ধানেও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ শাখা
১১৩/১বি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭৩
ইমেল : cravenue.kolkata@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি - রিদ্ধি সিদ্ধি

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সি.আর অ্যাভিনিউ শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৩ নং)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত ২০.০৭.২০২৬ তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা (স্বত্বাধিকারী)-কে আহ্বান জানিয়েছিলেন
১. রিদ্ধি সিদ্ধি, স্বত্বাধিকারী - শ্রী রাহুল সাউ, ঠিকানা ১৭১/এম/২২ লস্করহাট, পিকনিক গার্ডেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯।
উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭৪,১৫,৬৮৩/- টাকা (চুয়াত্তর লক্ষ পনেরো হাজার ছয়শো তিরাশি টাকা) যা ২৫.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং এর উপর এমওআই + এমএলই/এমওএক্স পরিশোধ করার জন্য। আপনাকে উক্ত পরিমাণের উপর আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যতের সুদ প্রদান করতে হবে।**
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৫ তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা ২৫.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সি.আর অ্যাভিনিউ শাখার ৭৪,১৫,৬৮৩/- টাকার (চুয়াত্তর লক্ষ পনেরো হাজার ছয়শো তিরাশি টাকা) এবং এর উপর এমওআই + এমএলই/এমওএক্স, এবং এর উপর আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ** ইত্যাদির চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি নং - ১
কলকাতা -৭০০০৩৯, থানা - তিলজলা বর্তমানে কসবা, ওয়ার্ড নং ১০৭, লস্করহাট, জে.এল. নং ১০, আর.এস. নং জিডি ৫,৬, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৪, মৌজা নোনাডাঙ্গা-র মধ্যে আর.এস. খতিয়ান নং ৪৩৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৫৪ এবং ৫৫৫-এর অধীনে আর.এস. দাগ নং ৪২৩, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ১১২৫, যার নিরূপণকারী নং ৩১১০৭০৮৭০০৬৩, শ্রী রাহুল সাউ-এর মালিকানাধীন লিফট সহ জি-III তলা ভবনের ১ম ফ্লোরে দক্ষিণ দিকে ৭২৬ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া (৯২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের ৩টি বেডরুম, একটি ড্রয়িং/ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট, একটি ডব্লিউসি এবং একটি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত কমবেশি একটি ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **উত্তরে :** সিঁড়ি, লিফটের প্রধান দরজা দ্বারা, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা দ্বারা, **পূর্বে :** খোলা জায়গা দ্বারা, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা দ্বারা।

তারিখ : ২৫.০৯.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪ শেক্সপিয়র সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং : (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
আইডিবিআই ব্যাংক লি. এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে, 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (২০০২ সালের ৫৪)-এর অধীনে এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(১২)-এর সাথে 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৩-এর পঠিতব্য ক্ষমতাবলে, সংশ্লিষ্ট **ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের** বকেয়া অর্থ পরিশোধের আহ্বান জানিয়ে একটি দাবি-নোটিশ জারি করা হয়েছিল। যেহেতু তাঁরা উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪)-এর সাথে 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৮-এর পঠিতব্য ক্ষমতাবলে, নিচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলোর দখল গ্রহণ করা হয়েছে।
বিশেষ করে **ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / আইনি উত্তরাধিকারী** এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**-এর নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ এবং এর উপর সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদির চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাদের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) স্বত্ব দখলের তারিখ ৩) দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১.	১) **শ্রীমতী শেফালি দেব (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী দিলীপ কুমার দেব (সহ-ঋণগ্রহীতা)** ২) ২৫৬৬৭৫১০০০০০৮২৪	১) ০৮.০৭.২০২৬ ২) ২২.০৯.২০২৬ ৩) ০৮-১১-২০২৪ তারিখ অনুযায়ী **২,২৯,৩৩৩.৮০ টাকা** (দুই লক্ষ উনত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকা এবং আশি পয়সা) এবং এর উপর ১০-১১-২০২৪ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচ।	টাইটেল ডিড জমার মাধ্যমে বন্ধক, গ্রাম বগড়া, মৌজা - বগড়া, জে.এল. - ৩০, প্লট নং - আর.এস. ১৫৯৪, এল.আর. ১৫৯৪, খতিয়ান নং - আর.এস. এবং এল.আর. - ৩৮৫, মিউনিসিপ্যালিটি জামুরিয়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং - ১৪, থানা জামুরিয়া, জেলা বর্ধমানের মধ্যে অবস্থিত ৬ শতক পরিমাপের জমি এবং তার সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ক্ষেত্রে, যার মধ্যে একটি বাড়ি রয়েছে। **উত্তরে :** শিব মন্দির দ্বারা, **পূর্বে :** অন্যদের খালি জমি দ্বারা, **দক্ষিণে :** রাস্তা দ্বারা, **পশ্চিমে :** অন্যদের খালি জমি দ্বারা।
২.	১) **শ্রী বিজিত মুখার্জি (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী মানসী মুখার্জি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** ২) ০২৫৬৬৭৫১০০০১৩৮৮২, ০২৫৬৬৭৫১০০০১৩৮৯১	১) ০৮.০৭.২০২৬ ২) ২২.০৯.২০২৬ ৩) ০৯-০৭-২০২৪ তারিখ অনুযায়ী **৮,৫০,৫৩৬.৩৩ টাকা** (আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশো ছত্রিশ টাকা এবং তেত্রিশ পয়সা) এবং এর উপর ১১-০৭-২০২৪ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচ।	টাইটেল ডিড জমার মাধ্যমে বন্ধক, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, কুলটি অফিস, হোল্ডিং নং ১৭৩, ওয়ার্ড নং ০৯ (পুরানো) ১৭৩/এন, থানা কুলটি, জেলা-বর্ধমান, আসানসোলের অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের (বর্তমানে কুলটিতে) এখতিয়ারের অধীনে, মৌজা - মিথানি, জে.এল. নং ৫৫, ৩৩৯ আর.এস. খতিয়ান নং-এর অধীনে ৬২৮ আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং-এর অন্তর্ভুক্ত, যা ৪২১ এল.আর. খতিয়ান নং-এর সাথে সম্পর্কিত, ১৪৮৫ বর্গফুট কমবেশি পরিমাপের বাস্তু জমিতে অবস্থিত উক্ত নির্মিত ভবনের নীচের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরের ছাদে ৪৯৪ বর্গফুট খোলা বারান্দা সহ দোতলা ভবনের ১ম ফ্লোরে ৯৯১ বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা পরিমাপের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট/বাড়ির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ক্ষেত্রে।

তারিখ : ২২.০৯.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, (০৫১৭১), কলকাতা
জীবন দীপ বিল্ডিং, ১১শ ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
শাখার ই-মেইল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সুভদ্রা বড়ুয়া, ই-মেইল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং - ৯৭৪১০৬৮৯৮৯

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ, যার স্বত্ব দখল সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা নীচে উল্লেখিত তারিখে ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেমন আছে যা আছে'' এবং ''যাই থাক না কেন'' ভিত্তিতে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময় : তারিখ : ২৯.১০.২০২৬
নিলামের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।

ইউনিট / ঋণগ্রহীতা /জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রিত সম্পদের বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
ঋণগ্রহীতা(গণ) **শ্রী সৌভিক বেজ** পিতা- ধনঞ্জয় বেজ, ৫৬৪, রবীন্দ্র সরণি, কুমারটুলি বাগবাজার, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০০৩। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং বি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, অমিতাভ অ্যাপার্টমেন্ট, ১৩৪, সুভাষ নগর রোড, পোঃ রবীন্দ্রনগর, থানা- দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৬৫। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৪র্থ ফ্লোর, আরুষি অ্যাপার্টমেন্ট, এশিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেড, সিএনএফ মোকিতা হেলথ কেয়ার, ৯১/৮, এলিয়ট রোড, কলকাতা - ৭০০০১৬। **শ্রীমতী নীনা বেজ** স্বামী- শ্রী সৌভিক বেজ, ৫৬৪, রবীন্দ্র সরণি, কুমারটুলি বাগবাজার, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০০৩। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং বি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, অমিতাভ অ্যাপার্টমেন্ট, ১৩৪, সুভাষ নগর রোড, পোঃ রবীন্দ্রনগর, থানা- দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৬৫। হোল্ডিং নং ১৩৪ সুভাষ নগর বাই লেন, কলকাতা ৭০০০৬৫	দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে ওয়ার্ড নং ৬, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর)-এ কাশীপুর দমদমে অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিসের অধীনে গ্রাউন্ড ফ্লোরে উত্তর পূর্ব পশ্চিম দিকের একটি ফ্ল্যাট নং বি, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৯১৩ বর্গফুট, যা ২ টি বেডরুম, ১ টি ডাইনিং রুম, ১ টি রান্নাঘর, ২ টি টয়লেট এবং ১ টি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত, এবং যে জমিতে উক্ত ভবনটি নির্মিত হয়েছে তার আনুপাতিক অবিভক্ত অধিকার ও স্বার্থ এবং সমস্ত সাধারণ এলাকায় ইজমেন্ট অধিকার সহ সাধারণ এলাকা ও সুবিধাগুলির ক্ষেত্রে অধিকার এবং বাধ্যবাধকতার সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি প্যাসেজ সহ কমবেশি ৩ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের মোট জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং এর উপর জি + IV তলা ভবনটি মৌজা - দিঘলা, থানা- দমদম, দাগ নং ৭০৪/১১২০ এবং ৭০৪, খতিয়ান নং ৩৭, ৩৮, ৪০৫ এবং ৪০৬, জে.এল. নং ১৮, আর.এস. নং ১৬১, তৌজি নং ১৭৩-এ হোল্ডিং নং ১৩৪ সুভাষ নগর বাই লেনে, কলকাতা - ৭০০০৬৫-তে, দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে ওয়ার্ড নং ৬, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর)-এ কাশীপুর দমদমে অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিসের অধীনে অবস্থিত। **টাইটেল ডিড ২০২২ সালের জন্য ১৫০৬০১৭২৭** নম্বর হিসেবে বুক- ১, ভলিউম নম্বর ১৫০৬-২০২২, পৃষ্ঠা ১২০৪৩৫ থেকে ১২০৪৬৯-এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি **শ্রী সৌভিক বেজ,** পিতা- ধনঞ্জয় বেজ এবং **শ্রীমতী নীনা বেজ,** স্বামী- শ্রী সৌভিক বেজ-এর নামে রয়েছে। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ-** উত্তরে : ৪-০" ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, দক্ষিণে : ২১' ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, পূর্বে : জি+৪ অ্যাপার্টমেন্ট, পশ্চিমে : কমলা পদ ভট্টাচার্য-এর বাড়ি। **(ব্যাঙ্কনেট প্রপার্টি আইডি : SBIN78290286779)** **সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলাধীনে রয়েছে**	**২৪,৭০,১১৫.০০ টাকা (চব্বিশ লক্ষ সত্তর হাজার একশো পনেরো টাকা) যা ০৬.১১.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী (এবং এর পরে যেকোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে আরও সুদ)।	ক) ২৯,৭৫,০০০.০০ টাকা খ) ২,৯৭,৫০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগের ব্যক্তি** ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৯৮৩১৪৮৮৬৪২ **পরিদর্শনের তারিখ ২৩.১০.২০২৬**

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) আগ্রহী বিডার/দের নিলামের তারিখের অনেক আগে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর কাছে পরিচালিত তাদের বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com-এ যোগাযোগ করুন বা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে আগ্রহী বিডারকে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ২৯.০৯.২০২৬ — কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে। — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্থান : কলকাতা

TATA
টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
শাখা অফিস : ১১শ ফ্লোর, পি.এস সৃজন টেক পার্ক, ডিএন ৫২, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ
রেজি. অফিস : ১১শ ফ্লোর, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপৎরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বাই - ৪০০০১৩। CIN No. L65990MH1991PLC060670

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১)-এর সাথে পঠিত পরিশিষ্ট ৪ অনুযায়ী)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নীচে উল্লেখিত তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং নীচে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাদের উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতারা উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির **দখল** নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তিগুলির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা **টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের** নীচে উল্লেখিত পরিমাণ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে এর উপর সুদ এবং দণ্ডনীয় সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদির চার্জ সাপেক্ষে হবে।
[সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।]

ক্র. নং	লোন অ্যাকাউন্ট নং	অবলিগর(দের)/আইনি উত্তরাধিকারী(দের)/ আইনি প্রতিনিধি(দের) নাম	দাবির পরিমাণ এবং দাবি নোটিশের তারিখ	দখলের তারিখ	সুরক্ষিত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১.	TCFLA054000001157 8515	**১. মেসার্স ভিশন এইড অপটিক্যাল (ঋণগ্রহীতা), এর স্বত্বাধিকারী শ্রী অলোক বিশ্বাসের মাধ্যমে, ২. অলোক বিশ্বাস (সহ-ঋণগ্রহীতা), পিতা স্বপন কুমার বিশ্বাস, ৩. মৌমিতা দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা), স্বামী অলোক বিশ্বাস, ৪. স্বপন কুমার বিশ্বাস (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), পিতা ফণী ভূষণ বিশ্বাস,** উপরের **সকলের অফিস/ আবাসিক/ যোগাযোগের ঠিকানা** : ১৮/৬, অশোকনগর, পোঃ অশোকনগর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২২২। **আরও ঠিকানা** ৩৮৮/৫, অশোকনগর, ওয়ার্ড নং ১৭, অশোকনগর কল্যাণগড় মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২২২।	**TCFLA0540000011578515 লোন নম্বর অনুযায়ী ০৭.০৫.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত গণনা করা ২০,৩৯,৬৪১/- টাকা (কুড়ি লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ছয়শো একচল্লিশ টাকা) এবং এর উপর সুদ এবং দণ্ডনীয় সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি।** **দাবি নোটিশের তারিখ ৭ মে ২০২৬**	২৩/০৯/২০২৬	**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (তফসিল - এ)** পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩২২২, অশোকনগর কল্যাণগড় মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে, ১৭ নম্বর মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ডের অধীনে, বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৭/২৩৪/২১ (দলিল অনুযায়ী) ৩৮৮/৫, অশোকনগর (ট্যাক্স রসিদ অনুযায়ী) হিসেবে পরিচিত ও সংখ্যাযুক্ত, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, থানা অশোকনগর (পূর্বে হাবড়া)-এর অধীনে মৌজা তাবাবেড়িয়া-তে, জে.এল. নং ৭১, ৪২৫৯ খতিয়ান নং (পর্চা অনুযায়ী)-এর অধীনে, সি.এস দাগ নং ১৩৩ (পি), ই.পি. নং ৩৮৮/৫-এর অংশ গঠন করা প্রায় ১৩১১.৫৮ বর্গফুট পরিমাপের জমির সাথে তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় ৮৩৫ বর্গফুট পরিমাপের দোতলা ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে : ৩৬৫/৫ দাগ নং; দক্ষিণে : ৩৮৮/সি/৫ দাগ নং; পূর্বে : ৩৮৭/৫ প্লট নং; পশ্চিমে : রাস্তা [অর্থাৎ, ২০০৩ সালের জন্য ১১২৪ নম্বর হিসেবে ১৩৯ থেকে ১৪৪ পৃষ্ঠায় ২০ নম্বর ভলিউম, ১ নম্বর বুকে রেকর্ড করা এবং এস.আর গুমা-র অফিসে নিবন্ধিত, শ্রী স্বপন কুমার বিশ্বাস (গ্রহীতা)-এর পক্ষে শ্রীমতী বীণাপাণি বিশ্বাস (দাতা) দ্বারা সম্পাদিত ২৬-০৯-২০০১ তারিখের আসল গিফট ডিডে আরও সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে।]

তারিখ : ২৩.০৯.২০২৬ — শৌনক মুখার্জি, অনুমোদিত অফিসার, টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
স্থান : মৌজা তাবাবেড়িয়া, অশোকনগর কল্যাণগড় মিউনিসিপ্যালিটি, উত্তর ২৪ পরগনা

TATA
টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
CIN No. L65990MH1991PLC060670
রেজি. অফিস : ১১শ ফ্লোর, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপৎরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বাই - ৪০০০১৩।
শাখা অফিস : ১১শ ফ্লোর, পি.এস সৃজন টেক পার্ক, ডিএন ৫২, সেক্টর - V, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ

পরিশিষ্ট - ৪ [রুল - ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (''টিসিএল'')-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (''উক্ত অ্যাক্ট'')-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (''উক্ত রুলস'')-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড গত ১৩ মে, ২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ (''উক্ত নোটিশ'') জারি করে (১) অতিন্দ্র কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা), (২) শ্রী ভাস্কর সরাফ (গ্যারান্টার) (৩) শ্রী রামপ্রসাদ সরাফ (গ্যারান্টার / বন্ধকদাতা) (৪) শ্রীমতী কুসুমলতা সরাফ (গ্যারান্টার / বন্ধকদাতা) এবং মহামায়া কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেড (কর্পোরেট গ্যারান্টার / বন্ধকদাতা)-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত নোটিশে উল্লেখিত ৫ মে, ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ **৬,৯০,৮৭,৮১১.৪৩/- টাকা (ছয় কোটি নব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার আটশো এগারো টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা)** পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/গ্যারান্টার/কর্পোরেট গ্যারান্টার উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/গ্যারান্টার/কর্পোরেট গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী টিসিএল-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে প্রাসঙ্গিক রুলস-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৫ তারিখে নীচে তফসিল-এ আরও সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদগুলির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/গ্যারান্টার/কর্পোরেট গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সুরক্ষিত সম্পদগুলির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা ৫ মে, ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী **৬,৯০,৮৭,৮১১.৪৩/- টাকার (ছয় কোটি নব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার আটশো এগারো টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা)** এবং এর উপর আরও অতিরিক্ত সুদের চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/গ্যারান্টার/কর্পোরেট গ্যারান্টারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তফসিল

আইটেম I
নোটিশগ্রহীতা নং ৩, শ্রী রামপ্রসাদ সরাফের বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
নীচে বর্ণিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল

জরিপ/দরজা পাট্টা/ খতিয়ান নং	প্রযোজ্য নয়
প্লট নং..... / ফ্ল্যাট নং.....	ইউনিট নং ৮
পরিমাপ/ সম্পত্তির পরিমাণ	২৯৮ বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা।
অবস্থান/ ল্যান্ডমার্ক/ এলাকার নাম, মহল্লা (প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর জন্য সম্পত্তির পরিষ্কার অবস্থান দেওয়া উচিত)	হাওড়া জেলার অন্তর্গত, জে.এল. নং ১, তৌজি নং ৩৯৮৯, ৯০ থেকে ৯৫ খতিয়ান নং-এর অধীনে ১২৯, ১৩১, ১৩২ এবং ১৩৭ থেকে ১৪২ দাগ নং, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে, থানা-গোলাবাড়ি, প্রেমিসেস নং ৩৭, ডা. অবনী দত্ত রোডে অবস্থিত প্রায় ১ (এক) বিঘা ১৮ (আঠারো) কাঠা এবং ৯ (নয়) ছটাক কমবেশি পরিমাপের জমির প্লটের উপর নির্মিত ''গগনানচল'' ভবনের ব্লক I-এ ইউনিট নং ৮ হিসেবে ১ম ফ্লোরে ২৯৮ বর্গফুট কমবেশি আচ্ছাদিত এলাকা পরিমাপের একটি অফিস রুমের সকল।
শহর/ জেলা	হাওড়া জেলা
সীমানা	
পূর্বে	আংশিকভাবে ৩৫ নং এবং আংশিকভাবে ৩৬ নং, ডা. অবনী দত্ত রোড, হাওড়া দ্বারা।
পশ্চিমে	আংশিকভাবে ৩৮ নং এবং আংশিকভাবে ৩৮/১ নং ডা. অবনী দত্ত রোড এবং আংশিকভাবে ১ নং এবং আংশিকভাবে ২ নং বিজয় কুমার মুখার্জি রোড, হাওড়া দ্বারা।
দক্ষিণে	ডা. অবনী দত্ত রোড দ্বারা।
উত্তরে	আংশিকভাবে ৫ নং, আংশিকভাবে ৬ নং এবং আংশিকভাবে ৭ নং, টিকিয়াপাড়া রোড, হাওড়া দ্বারা।

আইটেম II
নোটিশগ্রহীতা নং ৩, শ্রী রামপ্রসাদ সরাফের বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
নীচে বর্ণিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল

জরিপ/দরজা পাট্টা/ খতিয়ান নং	প্রযোজ্য নয়
প্লট নং..... / ফ্ল্যাট নং.....	ইউনিট নং ৯
পরিমাপ/ সম্পত্তির পরিমাণ	৩০৫ বর্গফুট কমবেশি আচ্ছাদিত এলাকা,
অবস্থান/ ল্যান্ডমার্ক/ এলাকার নাম, মহল্লা (প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর জন্য সম্পত্তির পরিষ্কার অবস্থান দেওয়া উচিত)	হাওড়া জেলার অন্তর্গত, জে.এল. নং ১, তৌজি নং ৩৯৩৮, ৮৯ থেকে ৯৫ খতিয়ান নং-এর অধীনে ১২৯, ১৩১, ১৩২ এবং ১৩৭ থেকে ১৪২ দাগ নং, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে, থানা-গোলাবাড়ি, প্রেমিসেস নং ৩৭, ডা. অবনী দত্ত রোডে (পূর্বে ৩৭, ৩৭/১, ডা. অবনী দত্ত রোড) অবস্থিত প্রায় ১ (এক) বিঘা ১৮ (আঠারো) কাঠা এবং ৯ (নয়) ছটাক কমবেশি পরিমাপের জমির প্লটের উপর নির্মিত ''গগনানচল'' ভবনের ফ্রন্ট ব্লকে, ইউনিট নং ৯ হিসেবে ১ম ফ্লোরে ৩০৫ বর্গফুট কমবেশি আচ্ছাদিত এলাকা পরিমাপের উক্ত ইউনিটের সকল।
শহর/ জেলা	হাওড়া জেলা।
সীমানা	
পূর্বে	আংশিকভাবে ৩৫ নং এবং আংশিকভাবে ৩৬ নং, ডা. অবনী দত্ত রোড, হাওড়া দ্বারা।
পশ্চিমে	আংশিকভাবে ৩৮ নং এবং আংশিকভাবে ৩৮/১ নং ডা. অবনী দত্ত রোড এবং আংশিকভাবে ১ নং এবং আংশিকভাবে ২ নং বিজয় কুমার মুখার্জি রোড, হাওড়া দ্বারা।
দক্ষিণে	ডা. অবনী দত্ত রোড দ্বারা।
উত্তরে	আংশিকভাবে ৫ নং, আংশিকভাবে ৬ নং এবং আংশিকভাবে ৭ নং, টিকিয়াপাড়া রোড, হাওড়া দ্বারা।

আইটেম III
নোটিশগ্রহীতা নং ৪, শ্রীমতী কুসুমলতা সরাফের বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
নীচে বর্ণিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল

জরিপ/দরজা পাট্টা/ খতিয়ান নং	প্রযোজ্য নয়
প্লট নং..... / ফ্ল্যাট নং.....	ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ১১
পরিমাপ/ সম্পত্তির পরিমাণ	১৬৭২ বর্গফুট কমবেশি পরিমাপের
অবস্থান/ ল্যান্ডমার্ক/ এলাকার নাম, মহল্লা (প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর জন্য সম্পত্তির পরিষ্কার অবস্থান দেওয়া উচিত)	হাওড়া জেলার অন্তর্গত, জে.এল. নং ১, তৌজি নং ৩৯৮৯, ৮৯ থেকে ৯৫ খতিয়ান নং-এর অধীনে ১২৯, ১৩১, ১৩২ এবং ১৩৭ থেকে ১৪২ দাগ নং, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে, থানা-গোলাবাড়ি, প্রেমিসেস নং ৩৭, ডা. অবনী দত্ত রোডে অবস্থিত প্রায় ১ (এক) বিঘা ১৮ (আঠারো) কাঠা এবং ৯ (নয়) ছটাক কমবেশি পরিমাপের জমির প্লটের উপর নির্মিত ''গগনানচল'' ভবনের ফ্রন্ট ব্লকে ১ম ফ্লোরে ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ১১ হিসেবে ১৬৭২ বর্গফুট কমবেশি পরিমাপের ফ্ল্যাট/ইউনিটের সকল।
শহর/ জেলা	হাওড়া জেলা
সীমানা	
পূর্বে	আংশিকভাবে ৩৫ নং এবং আংশিকভাবে ৩৬ নং, ডা. অবনী দত্ত রোড, হাওড়া দ্বারা।
পশ্চিমে	আংশিকভাবে ৩৮ নং এবং আংশিকভাবে ৩৮/১ নং ডা. অবনী দত্ত রোড এবং আংশিকভাবে ১ নং এবং আংশিকভাবে ২ নং বিজয় কুমার মুখার্জি রোড, হাওড়া দ্বারা।
দক্ষিণে	ডা. অবনী দত্ত রোড দ্বারা।
উত্তরে	আংশিকভাবে ৫ নং, আংশিকভাবে ৬ নং এবং আংশিকভাবে ৭ নং, টিকিয়াপাড়া রোড, হাওড়া দ্বারা।

আইটেম IV
নোটিশগ্রহীতা নং ৫, মহামায়া কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেডের বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
নীচে বর্ণিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল

জরিপ/দরজা পাট্টা/ খতিয়ান নং	প্রযোজ্য নয়
প্লট নং..... / ফ্ল্যাট নং.....	ইউনিট নং ৬এফ-১বি
পরিমাপ/ সম্পত্তির পরিমাণ	২১৩৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া
অবস্থান/ ল্যান্ডমার্ক/ এলাকার নাম, মহল্লা (প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর জন্য সম্পত্তির পরিষ্কার অবস্থান দেওয়া উচিত)	প্রায় ৭৮ কাঠা, ৯ ছটাক, ৪৩ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত, ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থানীয় সীমানার মধ্যে, থানা- বেলেঘাটা, কলকাতা ৭০০০১০, প্রেমিসেস নং ৩এ, রামমোহন মল্লিক গার্ডেন লেনে রাইকভা নামক উক্ত ভবনের বেসমেন্ট/লোয়ার গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রায় ১৩৫ বর্গফুট (মোট এলাকা প্রায় ২৭০ বর্গফুট) পরিমাপের ২টি (দুই) খোলা কার পার্কিং স্পেস এবং ষষ্ঠ তলায় প্রায় ২১৩৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া পরিমাপের অফিস স্পেস ইউনিট নং ৬এফ-১বি-র সকল।
সীমানা	
পূর্বে	ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাই-পাস
পশ্চিমে	রামমোহন মল্লিক গার্ডেন লেন, কলকাতা ৭০০০১০
দক্ষিণে	প্রেমিসেস নং ৭৬, বেলেঘাটা মেইন রোড
উত্তরে	প্রেমিসেস নং ৩বি, রামমোহন মল্লিক গার্ডেন লেন।

তারিখ : ২৫/০৯/২০২৬ — টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের পক্ষে, স্বা/-, অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার বনগাঁর তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার বনগাঁর তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তারপর ঋত্তব্রতপন্থী তৃণমূলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন বনগাঁ জেলার তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি তথা বনগাঁ প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। এদিন গোপালনগর থানার পুলিশের জালে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস গ্রেপ্তার হলেন। একাধিক অভিযোগ ছিল বিশ্বজিৎ দাসের নামে। এদিন বিশ্বজিৎ দাস তাঁর গাড়িতেই ছিলেন। পুলিশ তাঁর গাড়ি ঘিরে ফেলে এবং পরবর্তীতে বিশ্বজিৎ দাসকে তল্লাশি চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে।

এরপরই তাঁকে গোপালনগর থানায় নিয়ে আসা হয়। বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতির এহেন গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে জনগণের সরকার চলছে। পুলিশের নৈতিক দায়িত্ব থাকে সমাজ ব্যবস্থাকে শুধরানোর। তাদের কাছে খবর ছিল সেই কারণে তাঁকে তল্লাশি চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। বিশ্বজিৎবাবু ক্ষমতায় থাকাকালীন হিরোইনের ব্যবসা, গাঁজার ব্যবসা, গরুর ব্যবসা চালিয়েছেন। আমি পুলিশের কাছে অনুরোধ করব তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করে যাতে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যুব সমাজকে ধ্বংস করে দিয়েছেন যিনি তাঁর বিরুদ্ধে সঠিক তদন্ত হোক।'

শ্রেণিকক্ষ ভরে থাকছে মলমূত্রে

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জেরে বন্ধ হতে বসেছে মালদার প্রাথমিক বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সাত সকালে ক্লাস করতে এসেছে সেই শ্রেণিকক্ষ ভরে থাকছে মলমূত্রে। যার কারণে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি ক্লাসরুম কার্যত দুর্গন্ধের জেরে বন্ধ করে দিতে হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষকে। বহিরাগতেরা এই স্কুলের ভাঙা অংশের দিক দিয়ে ক্লাসরুমে ঢুকেই হামেশাই শৌচাক্রিয়া করে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। যার ফলে পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন পঠন-পাঠন বিষয়টাই লাটে উঠেছে। ওই স্কুলের দুটি ঘরের মধ্যে একটি শ্রেণিকক্ষ মলমূত্রে ভরে থাকায় সেটি বন্ধ করে দিতে হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষকে। অপর একটি ঘরে প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পড়ুয়াদের কোনও রকমে ঠাসাঠাসি করে বসতে হচ্ছে। অনেক পড়ুয়ারা আবার দুর্গন্ধের জেরে স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে পুরো বিষয়টি নিয়ে সাহাপুর কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর, বিডিও, পুরাতন মালদা থানার আইসি-সহ একাধিক জায়গায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও প্রয়োজনীয় কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে সোমবার দুপুরে স্কুলের পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং পঠন পাঠন ঠিকভাবে পরিচালনার দাবিতেই বিক্ষোভ দেখান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

পড়ুয়া থেকে তাদের অভিভাবকেরা।

যদিও, এপ্রসঙ্গে মালদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শক (ডিআই) মলয় মণ্ডল জানিয়েছেন, 'অভিযোগের বিষয়টি শুনেছি। ঘটনাটি উদ্বেগজনক। সরকারি স্কুলের কোনও শ্রেণিকক্ষই বহিরাগতেরা এভাবে শৌচাগার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে না। অবশ্যই বিষয়টি প্রশাসনিকভাবে তদন্ত করে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাহাপুর কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আশেপাশেই রয়েছে বড় একটি বাজার এবং ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা। এই স্কুলের প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির জন্য মাত্র দুটি ক্লাস রুম রয়েছে। চারজন শিক্ষক এই স্কুলের কর্মরত রয়েছেন। কিন্তু স্কুলের একটি ঘরের পুরনো হয়ে যাওয়ায় ভাঙা জানালা ও পিছনের ভাঙা দরজার দিয়ে সর্বত্রই শৌচাক্রিয়া করছে বহু মানুষ বলে অভিযোগ। যার ফলে দুর্গন্ধের কারণেই ওই ঘর বন্ধ করে রাখতে হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষকে।

এদিন বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের অভিভাবক বিশাখা রাউত, মনিকা মণ্ডল, রেবা মণ্ডলদের অভিযোগ, 'সরকারি এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি ঘরেই প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর অসংখ্য পড়ুয়ারা কোনরকমে ঠাসাঠাসি করে পড়াশোনা করছে। এভাবে কি কোনদিন ক্লাস চলতে পারে?' ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপন কুমার সাহা বলেন, 'মূলত স্কুলের পাশে বাজার রয়েছে। সেই বাজার কমিটির একাংশ বিক্রেতারা স্কুল ঘরে বাথরুম করে যাচ্ছে। যার কারণে বড় সমস্যা তৈরি হয়েছে। আমরা বিষয়টি বাজার কমিটিকেও জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। এরকম চলতে থাকলে স্কুলই বন্ধ হয়ে যাবে। তাই প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।'

পুজোর মুখে বন্যার আতঙ্ক, গোঘাটে জলমগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: নিম্নচাপের জেরে টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ভয়াবহ জলমগ্ন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে গোঘাটের বালি পঞ্চায়েত ও খানাকুলের বেশি কিছু নিচু এলাকায়। মুন্ডেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর, ঘাটালের শীলাবতী ও ঝুমি নদীর জলস্তর বাড়তে থাকায় বিস্তীর্ণ এলাকা কার্যত জলের তলায় চলে গিয়েছে। কোথাও হাঁটু সমান, আবার কোথাও কোমর সমান জল পেরিয়েই সাধারণ মানুষকে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে যাতায়াত করতে হচ্ছে। একাধিক গ্রামের বেশ কিছু একতলা বাড়ির ভিতরেও ঢুকে পড়েছে জল। ফলে ঘরবাড়ি ছেড়ে অনেকেই বাধ্য হয়ে বাড়ির ছাদে কিংবা উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। পরিস্থিতির কারণে দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে এলাকার বাসিন্দাদের।জল ঢুকে পড়ায় বাড়ির আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় সামগ্রী-সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র নিরাপদ রাখতে বাসিন্দাদের অনেকেই তা ঘরের উঁচু জায়গা কিংবা ছাদে তুলে দিয়েছেন। কোথাও আবার সিঁড়িতে, কোথাও বাড়ির ছাদে চলছে রান্নাবান্না। দিনের পর দিন জলবন্দি অবস্থায় থেকে কার্যত অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে বহু পরিবারের। পানীয় জল, খাবার, ওষুধ থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে মানুষকে।বন্যা পরিস্থিতির সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থায়। গ্রামের একাধিক রাস্তাঘাট জলের তলায় চলে যাওয়ায় স্বাভাবিক যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। কোথাও কোথাও রাস্তার উপর দিয়ে নৌকা চলাচল করতেও দেখা যাচ্ছে। জরুরি প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বেরোতে হলে জল পেরিয়েই যেতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষ, শিশু এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে পরিবারের সদস্যদের উদ্বেগ আরও বেড়েছে। এলাকার বাসিন্দা তাপসী পাত্র বলেন, 'কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টি হওয়ায় বাড়ির চারপাশে জল জমেছে। অনেক জায়গায় বাড়ির ভিতরেও জল ঢুকে পড়েছে। ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাঁচাতে সেগুলি উপরে তুলে রাখতে হয়েছে। রান্না করা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজকর্ম, সবকিছুই এখন খুব কষ্ট করে করতে হচ্ছে। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের নিয়ে খুব চিন্তার মধ্যে রয়েছি।' অন্য এক বাসিন্দা বাসুদেব ঘোষ বলেন, 'রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। কোথাও হাঁটু জল, কোথাও কোমর সমান জল।' সবমিলিয়ে এদিন বৃষ্টি না হলেও গোঘাটের ওই এলাকায় বন্যার জলে প্লাবিত। ঘরবন্দী মানুষ।

কুমারগঞ্জে ৯০টি পুজো কমিটিকে নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আসন্ন দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে উৎসবের দিনগুলিতে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে কুমারগঞ্জ ব্লকের ৯০টি পূজা কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন করল কুমারগঞ্জ থানা। সোমবার আয়োজিত এই বৈঠকে উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কুমারগঞ্জের বিডিও শুভঙ্কর সাহা, কুমারগঞ্জ থানার আইসি আশিষ কুন্ডু সহ পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। মণ্ডপের নিরাপত্তা বিধান, দর্শনার্থীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা, যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং ভিড় সামলানোর ক্ষেত্রে পূজা কমিটিগুলিকে সরকারি নির্দেশাবলী ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়। উৎসবের দিনগুলিতে মণ্ডপ ও সংলগ্ন এলাকায় যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সবক্ষেত্রেই পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও সমন্বয় রেখে কাজ করার জন্য পূজা কমিটিগুলির প্রতি আহ্বান জানান আধিকারিকরা। বৈঠকে অংশ নেওয়া বিভিন্ন পূজা কমিটির প্রতিনিধিরাও তাঁদের প্রস্তুতি এবং এলাকার স্থানীয় নানা সমস্যার কথা তুলে ধরে আলোচনা করেন। দুর্গোৎসবকে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ, আনন্দদায়ক ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতেই এই বিশেষ সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

বীরভূমে কংগ্রেসের বিক্ষোভ, জেলাশাসককে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের গ্রেপ্তার ও পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে কংগ্রেসের প্রতিবাদ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সোমবার বীরভূমেও বিক্ষোভ ও মিছিল করল জেলা কংগ্রেস কমিটি। বীরভূম জেলা কংগ্রেস সভাপতি সঞ্জয় অধিকারীর নেতৃত্বে বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে একটি মিছিল বের হয়ে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে পৌঁছয়। সেখানে বিক্ষোভ দেখানোর পর জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। কংগ্রেসের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ এবং ভোটাধিকারকে খর্ব করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন কাজ করছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের পাশাপাশি তাঁর গ্রেপ্তারের দাবিও জানানো হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে নির্বাচন কমিশনের এসআইআর ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে। কংগ্রেসের অভিযোগের প্রেক্ষিতে দেশজুড়ে তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিবাদের পর ২৮ সেপ্টেম্বর জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলিকে জেলা সদরগুলিতে মিছিল ও বিক্ষোভের কর্মসূচি পালনের নির্দেশ দিয়েছিল কংগ্রেস। বীরভূম জেলা কংগ্রেস সভাপতি সঞ্জয় অধিকারী বলেন, ' আমাদের অভিযোগ, নির্বাচন ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের আস্থার জায়গা হওয়ার পরিবর্তে প্রশ্নের মুখে পড়েছে। সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের অধিকার এবং ভোটাধিকার সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে আমরা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ এবং গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।

অ্যাম্বুল্যান্স আটকে ৫ হাজার টাকা দাবি

না দেওয়ায় প্রহৃত চালক-সহ ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রোগী নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পথে আইসিইউ অ্যাম্বুল্যান্স আটকে ৫ হাজার টাকা দাবি করার অভিযোগ উঠল। টাকা দিতে অস্বীকার করায় অ্যাম্বুল্যান্সের চালক ও টেকনিশিয়ানকে মারধরেরও অভিযোগ উঠেছে দুর্গাপুরের গান্ধী মোড় এলাকার অ্যাম্বুল্যান্স স্ট্যান্ডের এক মালিকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই টেকনিশিয়ান। ঘটনার পর অভিযুক্ত মানিক রুইদাসের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

অভিযোগ, অন্য একটি হাসপাতাল থেকে রোগী নিয়ে দুর্গাপুরের গান্ধী মোড় এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে যাচ্ছিল একটি আইসিইউ অ্যাম্বুল্যান্স। হাসপাতালে ঢোকার আগেই অ্যাম্বুল্যান্সটি আটকে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অন্য হাসপাতাল থেকে রোগী নিয়ে আসার কারণ দেখিয়ে চালক ও টেকনিশিয়ানের কাছে ৫ হাজার টাকা দাবি করা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারীদের দাবি, ওই টাকা দিতে অস্বীকার করতেই শুরু হয় বচসা। এরপর চালক ও টেকনিশিয়ানকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় টেকনিশিয়ান গুরুতর আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান্ধী মোড় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা তোলাবাজি ও মারধরের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত মানিক রুইদাস। ঘটনার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে হুগলির চুঁচুড়ায় কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ।

ভারী বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল মাটির বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত কয়েকদিনের টানা ভারী বৃষ্টিতে ভেঙে পড়েছে মাটির বাড়ি। চরম বিপাকে পড়ে বাধ্য হয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন বাসিন্দারা। এবার দ্রুত সরকারি বাড়ি পাওয়ার দাবিতে কাঁকসার বিডিও অফিসে লিখিত আবেদন জানালেন কাঁকসার রঘুনাথপুরের চার বাসিন্দা।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির মধ্যে বিদ্যাপতি বাগদি, বুধন বাগদি, সন্ন্যাসী বাগদি, পার্বতী মাহালী কাঁকসা বিডিও সৌরভ গুপ্তার সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দুর্দশার কথা জানান। যাঁদের ঘর ভেঙে গিয়েছে, সরকারি আবাস যোজনার আগামী তালিকায় যাতে তাঁদের নাম অগ্রাধিকার পায়, সেই দাবিই তাঁরা বিডিওর কাছে পেশ করেছেন। বাসিন্দারা জানান, আবেদনপত্র গ্রহণ করার পর বিডিও সৌরভ গুপ্তা তাঁদের বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। বনকাটি পঞ্চায়েতে জানানো হলে তাদের মারফত আবেদন আসার পরই দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। স্থানীয় বিজেপি নেতা পরিতোষ বিশ্বাস বলেন, '৩৫ বছর বামেরা বাংলায় রাজত্ব করেছে, আর তৃণমূল ১৫ বছর ধরে শাসন করেছে। তার পরেও কেন

গ্রামগঞ্জে এখনো মাটির বাড়িতে মানুষ বাস করছেন? কেন্দ্র সরকার ঘর তৈরির জন্য পর্যাপ্ত টাকা পাঠালেও তা তছনছ করা হয়েছে গত সরকারে। আর তার মাশুল গুণতে হচ্ছে এখন সাধারণ মানুষকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে সরকার রয়েছে। যাদের বাড়ি ভেঙে বিপত্তি ঘটেছে, তাদের সমস্যা সমাধান ও দ্রুত সাহায্যের জন্য উপযুক্ত হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে বলে আস্বাস দিয়েছেন তিনি।'

ঘাটালের বন্যা নিয়ে সেচমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের প্রভাবে নিম্নচাপজনিত অবিরাম বর্ষণে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের বেশ কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও নদী বাঁধ না ভাঙলেও ঘাটাল মহকুমার ব্লকগুলিতে ভয়াবহ জলবন্দী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ঘাটালের নির্দিষ্ট এলাকাতে তো একাধিকবার বন্যা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, নিবাস মানিক ও প্রশান্ত সামন্তরা সোমবার কলকাতায় জলসম্পদভবনে সেচমন্ত্রী অরূপ দাসের হাতে আট দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। কমিটির অভিযোগ, শিলাবতী নদী দীর্ঘদিন মজে থাকার কারণেই প্রতিবছর ঘাটালের বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের জলমগ্ন থাকতে হচ্ছে। পূর্বতন সরকারের আমলে ওই নদী

'নো কস্ট' পদ্ধতিতে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। বাস্তবে ওই পদ্ধতিতে কাজ করার ফলে এক বছরে ৫০০ মিটার অংশও সংস্কার হয়নি। যার কারণে মহকুমার লক্ষাধিক মানুষকে এই ভয়াবহ সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়েছে, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণে সংগ্রাম কমিটির প্রতিনিধিদের ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে তদারকি কমিটি গঠন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের মাধ্যমে সেচ দপ্তরের সিডিউল অনুযায়ী শিলাবতী নদীর নিম্নাংশ সংস্কার করতে হবে। নো কস্ট পদ্ধতি বাতিল করে পূর্বের পদ্ধতিতে শিলাবতীর নিম্নাংশের ২৩ কিলোমিটার অংশ সংস্কার করার কথা, সেই অংশে সেচ দপ্তর কর্তৃক সরকারি জায়গা চিহ্নিতকরণ করে দপ্তরের কাটিং চার্ট অনুসারে খাল সংস্কারের মার্কিং করতে হবে। এছাড়াও দুর্বল নদীবাঁধ শক্ত করা, বাঁধ নির্মাণ করা, চন্দ্রেশ্বর খালকে শিলাবতীর সঙ্গে সংযুক্তিকরণ, পাম্প হাউস ও ডোয়ার্ফ ওয়াল নির্মাণ-সহ মাস্টার প্ল্যানের প্রথম পর্যায়ের বাকি কাজগুলিতে ধাপে ধাপে হাত দেওয়া কাজের জন্য আবেদন জানানো হয়। শিলাবতী নদীর উপর সাহেবঘাট ও রূপনারায়ণ নদের উপর বন্দর এলাকায় একটি কংক্রিট ব্রীজ নির্মাণ-সহ গুরুত্বপূর্ণ যে স্থানগুলিতে বাঁশ বা কাঠের ব্রীজ রয়েছে,সেগুলি ধাপে ধাপে কংক্রিটের ব্রীজে রূপান্তর করার কথাও জানানো হয়েছে দাবিপত্রে। সেচমন্ত্রী দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন বলে যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক জানিয়েছেন।

'নেশামুক্ত ভারত' গড়তে বর্ধমানে সাইকেল র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মাদকমুক্ত সুস্থ সমাজ গড়ার বার্তা নিয়ে বর্ধমান শহরে আয়োজিত হলো এক বর্ণাঢ্য সচেতনতামূলক সাইকেল র‍্যালি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের অধীনস্থ পূর্ব বর্ধমান জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'স্টার্ট আপ ফাউন্ডেশন' ও 'পূর্ব বর্ধমান সাইক্লিং ক্লাবে'র সহযোগিতায় এই 'নেশামুক্ত ভারত অভিযান' কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয়। 'বিকশিত ভারতের পরিচয়, নেশামুক্ত ভারত' এই মূল বার্তাকে সামনে রেখে সোমবার সকালে বর্ধমান টাউন হল প্রাঙ্গণ থেকে র‍্যালিটির সূচনা হয়। এরপর শহরের পারবিরহাটা ও ঐতিহাসিক বিজয় তোরণ পরিক্রমা করে পুনরায় টাউন হলে এসে শেষ হয়। র‍্যালি চলাকালীন 'চক্র ভাঙুন, সংগঠিত অপরাধ বন্ধ করুন' বার্তার মাধ্যমে মাদকাসক্তি ও সামাজিক অপরাধের চক্র থেকে সমাজকে মুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষে সন্দীপন সরকার জানান, কর্মসূচিতে আয়োজক সংস্থাগুলির পাশাপাশি শহরের একাধিক ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়ের এন.সি.সি. ক্যাডেট ও বিশিষ্ট সমাজসেবী সংগঠন অংশগ্রহণ করেছিল। বর্ধমান নেহরু বিদ্যামন্দির হাইস্কুল, বর্ধমান টাউন স্কুল, বর্ধমান রামকৃষ্ণ সারদাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয় এবং বর্ধমান রামাশিস

হিন্দি হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এই র‍্যালিতে যোগ দেয়। এছাড়া বর্ধমান সদর প্যায়রা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরাও কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক নার্গিস পারভিন, জেলা শিশুসুরক্ষা আধিকারিক সুদেষ্ণা মুখোপাধ্যায় এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুদেষ্ণা পাল-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আটল তুলতেই মাছের বদলে বিশাল বিষধর!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: সকাল সকাল মাছ ধরতে গিয়েছিলেন মৎস্যজীবী। আশা ছিল আটল তুলে মিলবে টাটকা মাছ। কিন্তু আটল উঠতেই চোখ কপালে! মাছের বদলে ভিতরে কিলবিল করছে বিশাল আকারের এক বিষধর সাপ। আর সেই সাপকে ঘিরেই সকাল থেকে হইচই পড়ে যায় বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জের রাজবাড়িডাঙা এলাকায়। প্রতিদিনের মতো এদিন সকালেও মাছ ধরতে আটল তুলতে গিয়েছিলেন মৎস্যজীবী ননী গায়েন। আটলটি জল থেকে তুলতেই তার ভিতরে বিশাল সাপটি দেখতে পান তিনি। মাছের আশায় আটল, আর তার ভিতর এমন 'অতিথি' দেখে স্বাভাবিকভাবেই চমকে ওঠেন ননী গায়েন। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের বাসিন্দাদের খবর দেন তিনি। এরপর স্থানীয়দের সহযোগিতায় আটলটি তুলে রাস্তার উপর রাখা হয়। সাপ দেখতে ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দাও। ঘটনার খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরকে। স্থানীয়দের দাবি, কয়েকদিনের বৃষ্টিতে এলাকায় জলমগ্ন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় সাপের আনাগোনা বেড়েছে। জলাশয় এবং জলমগ্ন এলাকা থেকে মাঝেমধ্যেই সাপ বেরিয়ে আসছে।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত ভারত ও সেবা সংকল্প অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: প্রধানমন্ত্রী সেবা সংকল্প অভিযানের অংশ হিসেবে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত ভারত অভিযানের উদ্যোগে সোমবার মেদিনীপুরের খয়রুল্লাচক নেতাজি বিদ্যামন্দিরে বাল্যবিবাহের সমস্যা বিষয়ে স্কুলছাত্রীদের জন্য সচেতনতা ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। 'আমার ভবিষ্যৎ, আমার পছন্দ শিক্ষিত-ক্ষমতায়িত-সুরক্ষিত' এই মূল বার্তার ওপর ভিত্তি করে কর্মসূচিটি সাজানো হয়েছিল। এতে বাল্যবিবাহমুক্ত সমাজ গঠনের অপরিহার্য ভিত্তি হিসেবে শিক্ষা, সচেতনতা, অধিকার, স্বাস্থ্য ও ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

অধ্যাপক দীপক কুমার কর, অধ্যাপক নীলাঞ্জনা দাস চ্যাটার্জি, অধ্যাপক মধুমঙ্গল পাল-সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা। খয়রুল্লাচক নেতাজি বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা এই কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অধ্যাপক দীপক কুমার কর বাল্যবিবাহের গুরুতর সামাজিক পরিণতির কথা তুলে ধরে কেন এটি মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মর্যাদা ও ক্ষমতায়ণের পথে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা ব্যাখ্যা করেন। কীভাবে বাল্যবিবাহ পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, ব্যক্তিগত বিকাশের সুযোগ সীমিত করতে পারে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে তা আলোচনা করেন। অল্প বয়সে গর্ভধারণের সাথে জড়িত স্বাস্থ্য ঝুঁকি, যেমন মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের ঝুঁকি এবং অপুষ্টির শিকার হওয়ার আশঙ্কার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অধ্যাপক কর বাল্যবিবাহের সাথে যুক্ত ব্যাপকতর মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। এরমধ্যে রয়েছে শৈশব হারানো, মানসিক অবসাদ বা হতাশা, সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঝুঁকি, লিঙ্গবৈষম্যকে আরও জোরালো করা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে মেয়েদের নিজস্ব মতামত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকে অস্বীকার করা। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ রোধের জন্য কেবল ব্যক্তিগত সচেতনতাই যথেষ্ট নয় বরং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং সমষ্টিগত বা সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন।

এলপিইউতে ভুল বয়ান রেকর্ডে চাপ কর্তৃপক্ষের

১০ দিনের জন্য বন্ধ পঠনপাঠন

চণ্ডীগড়, ২৮ সেপ্টেম্বর: পঞ্জাবের লাভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটিতে এক ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা অস্বীকার করে ভিডিয়ো রেকর্ড করেছিলেন তিন ছাত্রী। নির্যাতিতা যে হস্টেলে থাকেন, তাঁরাও সেখানকারই আবাসিক। তাঁরা দাবি করেছিলেন, তাঁদের হস্টেলে এমন কোনও ঘটনাই ঘটেনি। ওই ভিডিয়ো দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রবিক্ষোভ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 'ইউ-টার্ন' নিয়ে ফেললেন ওই তিন ছাত্রী। দাবি, তাঁদের দিয়ে ওই বয়ান রেকর্ড করিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের না-জানিয়েই পরে তা ব্যবহার করা হয়েছে। তিন ছাত্রীর নতুন বয়ানে অস্বস্তিতে পড়েছেন কর্তৃপক্ষ।

এই ভিডিয়ো দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রবিবার দাবি করেন, অভিযোগ ভুয়ো। প্রতিষ্ঠানের নাম কলঙ্কিত করার জন্য চক্রান্ত চলছে। যদিও বিক্ষোভ তাতে থামেনি। কয়েক ঘণ্টা পরে পৃথক ভিডিয়ো প্রকাশ করেন ওই তিন ছাত্রী। জানান, ভিডিয়োতে ওই সমস্ত কথা বলতে বলা হয়েছিল তাঁদের। ছাত্রীদের বক্তব্য, 'আমাদের বলতে বলা হয়েছিল, ছাত্রছাত্রীরা আমাদের বিরক্ত করছেন। আমাদের পুরো বক্তব্য প্রকাশও করা হয়নি। কেটে দেওয়া হয়েছে। ওটা যে ইনস্টাগ্রামে দেওয়া হবে, আমরা তা জানতাম না। আমাদের অনুমতি নেওয়া হয়নি। এখন অযথা আমাদের হেনস্থা হতে হচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে আমাদের কোনও যোগ নেই।' তিন ছাত্রীর নতুন বয়ান নিয়ে কর্তৃপক্ষ এখনও কিছু বলেননি।

ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে পঞ্জাবের পুলিশ ইতিমধ্যে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে। এফআইআর রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে ক্যাম্পাসের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ। অভিযুক্ত কে বার কারা, এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা ঘটনায় পঞ্জাবের ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা রয়েছে। সোমবার থেকে ১০ দিনের জন্য সেখানে পঠনপাঠন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে মিড-টার্মের পরীক্ষাও।

ধর্মঘট বাতিলেও ব্যাঙ্কের শেয়ারে ধস

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর: সপ্তাহের প্রথম দিনেই শেয়ার বাজারে বিরাট ধস। সকালে বাজার খুলতেই সেনসেক্স নেমে গিয়েছিল হাজার পয়েন্ট। বেলা বাড়লেও অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি। সোমবার বাজার বন্ধের সময় ১১২৮.০২ পয়েন্ট লোকসানে শেষ করল সেনসেক্সের সূচক। তার জেরে বাজার থেকে প্রায় ৯ লক্ষ কোটি টাকা হারিয়েছেন বিনিয়োগকারীরা। উৎসবের মরশুমে শেয়ার বাজারে এহেন দশায় চিন্তার ভাঁজ আমজনতার কপালে।

সোমবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ খোলামাত্র সেই ধাক্কা এসে পড়ে ভারতের শেয়ার বাজারে। দোসর হয় মার্কিন সরকারি বন্ডের সুদের হার বৃদ্ধি। একইসঙ্গে ডলারের নিরিখে টাকার দামও কমে যায়। বাজারের নিম্নমুখী দশা দেখে শেয়ার বিক্রির হিড়িক বাড়ে। মুখ ফেরান বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। উল্লেখ্য, ধর্মঘট বাতিল করে সোমবার খুলেছিল ব্যাঙ্কগুলি। কিন্তু এদিন সবচেয়ে বেশি লোকসানের তালিকায় রয়েছে জন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক। ইয়েস ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শেয়ারগুলি।

উধাও ৯ লক্ষ কোটি টাকা

গত সপ্তাহ থেকেই ভারতের শেয়ার বাজার লাগাতার নিম্নমুখী। শনিবার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আরও অবনতি ঘটে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, ইরানের প্রস্তাবিত সাতদিনের সংঘর্ষবিরতি মানবেন না তিনি। পালটা তেহরানও জানিয়ে দেয়, ইট মারলে পাটকেল খেতে হবে। অর্থাৎ হরমুজ প্রণালীতে অশান্তি আপাতত জিইয়ে রইল। ট্রাম্পের এই হুঙ্কারের পরই একলাফে ২ শতাংশ বেড়ে যায় অশোধিত তেলের দাম। ব্যারেলপিছু তেলের দাম পৌঁছে যায় ১০৭ ডলারে। পাঁচ শতাংশেরও বেশি কমেছে তাদের শেয়ারের মূল্য। সবমিলিয়ে ৯.৮২ লক্ষ কোটি টাকা উধাও হয়ে গিয়েছে বাজার থেকে।

রাজধানীতে ধর্ষণের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত সুপ্রিম-পদক্ষেপ

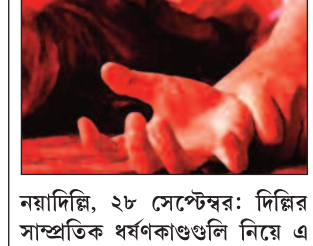

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর: দিল্লির সাম্প্রতিক ধর্ষণকাণ্ডগুলি নিয়ে এ বার স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। তুলনা টানল ২০১২ সালের নির্ভয়াকাণ্ডের সঙ্গেও। শীর্ষ আদালতের মন্তব্য, নির্ভয়াকাণ্ডের সেই যন্ত্রণার সঙ্গে এই ঘটনাগুলির তুলনা না করে পারা যায় না।

সম্প্রতি দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকায় একাধিক ধর্ষণ এবং গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। কখনও চলন্ত বাসে কিশোরীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। কখনও আবার পুলিশের পরিচয়ে পার্কে কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এক কিশোরীকে টেম্পোয় গণধর্ষণের পর খুনের অভিযোগও উঠেছে। পর পর এই ঘটনাগুলির জেরে দিল্লিতে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন অনেকে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এ বার সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির প্রেক্ষিতে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করল শীর্ষ আদালত। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ এই ঘটনাগুলির সঙ্গে নির্ভয়াকাণ্ডের তুলনা টানে। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, এই ধরনের ঘটনাগুলি পুলিশি ব্যবস্থার ব্যর্থতাকেই তুলে ধরে। আদালতের মন্তব্য, 'রাজধানী দিল্লির এই ঘটনাগুলি স্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে দেয় যে, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পুলিশ এবং প্রশাসন ব্যর্থ হচ্ছে।' পর্যাপ্ত আলো, নজরদারি এবং অন্য প্রশাসনিক সুযোগসুবিধার অভাবের বিষয়টিকেও তুলে ধরেছে আদালত। সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য, পার্ক বা বাসকে ঝুঁকিপূর্ণ হতে দেওয়া যাবে না।

ইউক্রেনের রোবট সেনার হানায় খতম অন্তত ৩০০০ রুশ জওয়ান

মস্কো, ২৮ সেপ্টেম্বর: যুদ্ধ আর মানব সেনার লড়াই নয়। লড়াই এখন যন্ত্রে। রণক্ষেত্রের সংজ্ঞা বদলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে রোবট সেনা নামিয়ে বিরাট সাফল্য পেল ইউক্রেন। দাবি করা হয়েছে, প্রথমবার বিরাট পরিসরে রুশ সেনার বিরুদ্ধে আত্মঘাতী রোবট সেনা নামিয়ে বিপুল সাফল্য পেয়েছে কিয়েভ। চারমাসের অভিযানে ৫টি গ্রাম ও ৩টি বসতি পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি খতম করা হয়েছে ৩০০০ রুশ জওয়ানকে।

ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, 'অপারেশন ভিভালদি'-র অধীনে গত মে মাস থেকে শুরু হয়েছিল অভিযানটি। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে যা শেষ হয়। এই অপারেশনের বিস্তারিত সাফল্য প্রকাশ করা হয়েছে ইউক্রেন সেনার তরফে। যেখানে বলা হয়েছে, এই সময়কালে ১৫,৭০০টিরও বেশি অভিযান চালানো হয়। বিস্ফোরক বোঝাই রোবট ও ড্রোনের এই অভিযানে ইউক্রেনের দোনেৎস্ক অঞ্চলের পাঁচটি গ্রাম ও তিনটি বসতি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। ৩ হাজারের বেশি রুশ সেনা নিহত হয়েছেন।

ইউক্রেন সেনা জানিয়েছে, অভিযানে বিস্ফোরক বোঝাই চার চাকার রোবট ব্যবহার করা হয়েছিল। বড় ড্রোনগুলো সেগুলোকে রাশিয়ার ভূখণ্ডের ১৪.৫ কিলোমিটার ভিতরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। এরপর এই রোবটগুলো স্থলপথে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে রুশ সেনাঘাঁটিগুলিতে ঢুকে হামলা চালায়। রোবটগুলিতে লাগানো ক্যামেরায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে চারপাশের এলাকা পর্যবেক্ষণ করে নির্ধারিত লক্ষ্যে চলত হামলা। রুশ সামরিক কমান্ড সেন্টার, সামরিক ঘাঁটি, অস্ত্র ও রসদের গুদাম এবং নদী পারাপারের স্থানগুলোকে নিশানা করা হয়েছে। অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল, ইউক্রেনীয় সেনার জীবন বিপন্ন না করে রাশিয়ার দখল করা অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার।

মুম্বইয়ের ধাঁচে ব্রিটেনে হামলার ছক

মার্কিন ঘাঁটির কাছে গ্রেপ্তার ৫

লন্ডন, ২৮ সেপ্টেম্বর: ব্রিটেনের পশ্চিম ইংল্যান্ডের গ্লস্টারশায়ারে মার্কিন বায়ুসেনার ব্যবহৃত র‍্যাফ ফায়ারফোর্ডে জঙ্গি হামলার ছক বানচাল। রবিবার ভোররাতে এই ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ব্রিটিশ পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস মামলায় অভিযোগ দায়ের করে শুরু হয়েছে তদন্ত। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এই হামলার ষড়যন্ত্রে ইরানের হাত থাকতে পারে। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছে। এদিকে এই হামলার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ২৬/১১ মুম্বই হামলার মিল খুঁজে পাচ্ছেন অনেকেই।

তদন্তকারীদের তরফে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত ১২টা ৪৫ নাগাদ (ব্রিটেনের স্থানীয় সময় অনুযায়ী) পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে এক ব্যক্তি পুলিশকে ফোন করে জানায় ৩টি সন্দেহজনক সাদা গাড়ি বায়ুসেনা ঘাঁটির দিকে এগোচ্ছে। ওই গ্রাম থেকে সেনা ঘাঁটির দূরত্ব মাত্র এক মিনিটের। সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করে প্রশাসন। সশস্ত্র পুলিশ গিয়ে ৫ জনকে আটক করে। তিনটি গাড়িতে বিস্ফোরক ও রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত বোমা নিষ্ক্রিয়কারী রোবট ব্যবহার করে গাড়িগুলি পরীক্ষা করা হয়। এই ঘটনার সময় পার্শ্ববর্তী গ্রামের অন্তত ৮৫টি বাড়ি খালি করে প্রশাসন।

এদিকে এই ঘটনার সঙ্গে ২৬/১১ মুম্বই হামলার মিল খুঁজে পাচ্ছে ওয়াকিবহাল মহল। ঠিক একই ছকে পাকিস্তান থেকে সমুদ্রপথে ভারতে ঢুকে মুম্বইয়ে হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিদের একটি দল। একাধিক গাড়ি ছিনতাই করে গোটা মুম্বইয়ে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা চালায় সন্ত্রাসীরা। এখানেও সন্দেহভাজন ওই জঙ্গিদের তেমনই পরিকল্পনা ছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রকৃতির রোষে ফের বিধ্বস্ত নেপাল পাহাড় ভেঙে মৃত অন্তত ২৪

কাঠমাণ্ডু, ২৮ সেপ্টেম্বর: প্রকৃতির রোষে ফের বিপর্যস্ত নেপাল। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বিরাট পাহাড়! এই বিপর্যয়ে আপাতত ২৪ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। নিখোঁজ ১৪ জন। মাসখানেক আগেই হড়পা বানে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল নেপাল। হাজারে হাজারে মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় একের পর এক গ্রাম। সেই ধাক্কা থেকে সেরে ওঠার আগেই আবারও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত নেপাল।

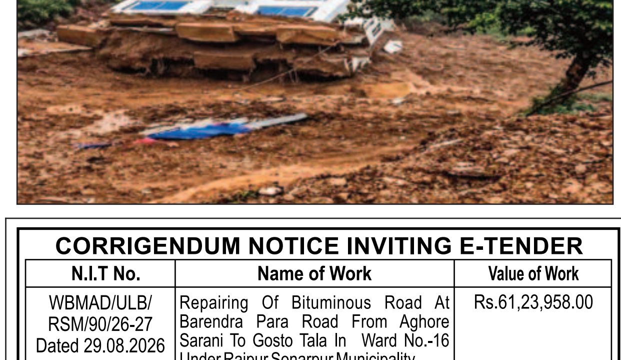

সোমবার বিপর্যয় নেমে আসে কালী গণ্ডোকী নদী সংলগ্ন এলাকায়। মানাং, মায়াগডি, বাগলুং, পর্বত এবং পল্পা-এই এলাকাগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এদিন। একাধিক বাড়িঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। গত কয়েকদিন ধরেই এই এলাকাগুলিতে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। তার জেরেই পাহাড় ভেঙেছে কি না, নিশ্চিত নয়। একাধিক এলাকা মিলিয়ে ইতিমধ্যেই ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। খোঁজ মিলছে না অন্তত ১৪ জনের। তবে যেমন ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটেছে তাতে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, ব্যাপক ধস নেমেছে পাহাড়ে। তবে ছোটখাট ধস নয়, পাহাড়ের একটা বিরাট অংশ ভেঙে পড়েছে, নেমে আসছে নিচের দিকে। চোখের সামনে এমন পাহাড় ভেঙে পড়ার দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। ভয়ংকর এই ভিডিও দেখে নেটিজেনরা বলছেন, এমন ঘটনা স্রেফ সিনেমাতেই দেখা যায়। আস্ত পাহাড়ের বিরাট অংশ ভেঙে পড়া-বাস্তবে এমনটা কল্পনা করাও অত্যন্ত কঠিন। রবিবারই তুষারধসে তছনছ হয়ে গিয়েছে তিব্বত সীমান্ত। হিমলাং হিমল শৃঙ্গের বেস ক্যাম্পের কাছে তুষার ধস নামে। অন্তত ১০ জন নিখোঁজ সেখানে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

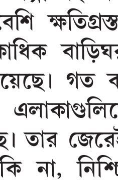

This is the photograph of **Amna Khatoon,** Husband's Name - **Md. Rashid**, of 33, Salkari Chatterjee Lane, PS & Dist - Howrah, Who has been missing since 24.08.2026, at about 05.00 hrs, Residential area under Howrah PS, Description of this Missing person is: **Age** - 21 Years (Approx), **Height** - 4 Feet 8 Inch (Approx), **Complexion** - Fair, **Wearing** - Brown Churidar Suit. **Language** - Hindi. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.

ICA-D 1483(3)/2026

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/90/26-27 Dated 29.08.2026	Repairing Of Bituminous Road At Barendra Para Road From Aghore Sarani To Gosto Tala In Ward No.-16 Under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.61,23,958.00
WBMAD/ULB/RSM/170/26-27 Dated 31.08.2026	Bituminous road Reparing from Children Park to New Giribala School in Ward no.04 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.42,58,834.00
WBMAD/ULB/RSM/134/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of WBM road from Sarat Sarani Ganashakti culvert to Birbal's Khatal in Ward No. 09 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.31,18,375.00
WBMAD/ULB/RSM/238/26-27 Dated 03-09.2026	Reparing of Bituminous Road From Radhanagar Road Dhalai Bridge at Ghasiara Purbapara in Ward No. 11 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.56,51,763.00
WBMAD/ULB/RSM/98/26-27 Dated 29.08.2026	Repairing Of Bituminous Road From Oindrila Flat To Dighir Par In Ward No.-22 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.13,11,137.00
WBMAD/ULB/RSM/94/26-27 Dated 29.08.2026	Repairing Of Bituminous Road At Paschatya Para Road From Aghore Sarani To S.B.B Sarani In Ward No.- 16 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.61,62,652.00
WBMAD/ULB/RSM/216/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Reparing of Earth Road from (Khan para Road)From Uday Sangha Club to Shop of Imran in Ward No. 07 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.40,95,756.00
WBMAD/ULB/RSM/168/26-27 Dated 31.08.2026	Bituminous road Reparing from Eye Hospital to Border of Ward No- 06, 07 in Ward no.06 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.88,72,571.00

Bid Submission end date is being extended from **28.09.2026 at 11-00 hrs to 05.10.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Abridged Corrigendum Notice

NIeB No. :
09 of SE (WC)/MED/2025-26 (4th Call)
Tender ID : 2026_MAD_5018416_1 & 2026_MAD_5018416_2
Memo No. :
MED/SE (W)/452/W-288/2024 Pt.I
Dated : 11.08.2026

Name of Work : Construction of RCC OHR along with Land Development Approach Road Guard Room and Boundary Wall....... in all respect of proposed Water Supply Scheme at Zone -21,19 (Kulti Area) under AMRUT 2.0 Phase-III within Asansol Municipal Corporation

Last Date of Bid Submission for above NIeB :
05.10.2026 Upto 02.00 P.M

Detail NIeB is available at the office in working hours and Govt. website : **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Superintending Engineer, West Circle Municipal Engineering Directorate GoWB

Abridged Corrigendum Notice

NIeB No. :
13 of SE (WC)/MED/2024-25 (9th Call)
Tender ID : 2026_MAD_5018400_2
Memo No. :
MED/SE(W)/451/W-288/2024 Pt.I
Dated : 11.08.2026

Name of Work : Construction of RCC OHR along with Land Development Approach Road Guard Room and Boundary Wall....... in all respect of proposed Water Supply Scheme at Zone 10 under Raniganj Area and Zone-13, under Asansol Area (Total 02 nos. Zones) under AMRUT 2.0 Phase-III within Asansol Municipal Corporation.

Last Date of Bid Submission for above NIeB :
05.10.2026 Upto 02.00 P.M

Detail NIeB is available at the office in working hours and Govt. website : **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Superintending Engineer, West Circle Municipal Engineering Directorate GoWB

BHADURA HARIDAS GRAM PANCHAYAT
PANA : RAMNAGAR : SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT

e Tenders are being invited from the bidders w.r.t. Tender ID No. **2026_ZPHD_5074559_1 & 2026_ZPHD_5074559_2** and **2026_ZPHD_5075865_1** are dated **27-09-2026.** Last date of tender dropping **07-10-2026 up to 11.05 A.M.** and opening date of tender **09-10-2026 at 11.10 A.M.** For details plz. see the web-site **http://tenders.wb.gov.in** or office notice board.

Sd/- EXECUTIVE ASSISTANT
BHADURA HARIDAS GRAM PANCHAYAT

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

e-TENDER NOTICE

05 (Five) e-Tenders are hereby invited by the District Education Officer, Samagra Shiksha Mission, Nadia for execution of various Civil Works (Construction & Renovation) under Nadia District.

For detailed Tender Notice, Terms & Conditions, BOQ and for submission of Tender/Bid, interested bidders are requested to visit the official e-Tender portal: **https://tenders.wb.gov.in**

For further information and clarification, interested bidders may contact the **District Education Officer, Samagra Shiksha Mission, Nadia** during office hours.

Sd/- District Education Officer,
Samagra Shiksha Mission, Nadia
Memo. No. 162(2)/DICO/N/Advt.26
Date: 28-09-2026

NEW BARRACKPORE MUNICIPALITY
TENDER NOTICE

Tender Notice No.: WBMAD/ULB/NBM/NIT-01/ 2026-2027 2nd call
Tender ID: 2026_MAD_1043348_1
Bid submission online start on **30/09/202617.00HRS** & Bid online closing on- **08/10/202617.00 HRS**
Detailed information is available at **https://wbtenders.gov.in/** & New Barrackpore Municipal website www.nbmonline.org
Sd/- **Executive Officer**
New Barrackpore Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

NIeT No. WBPWD/AEBSD/NIeT-03/2026-27 of The Assistant Engineer, Behala Sub Division, P.W.D., for 03 (Three) nos work. 1. 4,99,599.00, 2. 4,99,619.00, 3. 4,93,818.00. Bid Submission end date 06.10.2026 at 10.00 hrs. Tender ID: 2026_WBPWD_5075586_1 to 3. Details will be available from the website http://wbtenders.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Behala Sub-Division

ICA- T18398(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

Online bids are invited by the undersigned for the following work as details: NIQ No. WBPWD/AE-HCESD/NIQ-52/2026-27; Tender ID: 2026_WBPWD_5075582_1. Name of Work : Replacement of complete refrigeration pipe lines (suction & delivery lines) of 3X40 TR AC Plant installed at Centenary Building of Honorable Calcutta High Court. Bid Submission End Date: 06/10/2026 upto 15-00 hrs. Website : https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte. High Court Elecl Sub- Divn.

ICA- T18388(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

Online bids are invited by the undersigned for the following work as details given below : NIQ No. **WBPWD/ AE-HCESD/NIT-22/2026-27;** Tender ID : **2026_WBPWD_5075914_1.** Name of Work : **Electrical Renovation and Installation work Toilet blocks on different floor from Gr. to 9th floor of Sesqui- Centenary Building in the campus of Honorable Calcutta High Court.** Bid Submission End Date : 07/10/2026 upto 13-00 hrs. Website: **https://etender.wb.nic.in** or **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., High Court Elecl Sub-Divn.

ICA- T18404(1)/2026

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৬/৩৮ তারিখঃ ২৪.০৯.২০২৬

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশনে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। **অকশন ক্যাটালগের বিশদ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলঃ ক্যাটালগ নং. পিইউবি-এইচডব্লিউএইচ-২৬-৩৮; অকশনের শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.১০.২০২৬ তারিখ বেলা ১২ টায়। **এসইকিউ নং.; লট নং. এবং বিবরণ যথাক্রমেঃ এএ/১;** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জেটিএল-ওএইচ-৪-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-আউট-অফ-হোম); হাওড়া ডিভিশনের ক্লাস্টার-IV)-এর অন্তর্ভুক্ত স্টেশনগুলিতে ৩ (তিন) বছরের জন্য আউট অফ হোম (স্টেশন প্রাঙ্গনের বাইরে) বাণিজ্যিক প্রচারের প্রদর্শনী সংক্রান্ত চুক্তি প্রদান করা হবে। এই ক্লাস্টারের আওতাভুক্ত স্টেশনগুলি **ক)** ঝাপটের ঢাল স্টেশন থেকে গুমানি স্টেশন; **খ)** আদলপাহাড়ি স্টেশন থেকে কুরভা স্টেশন; **গ)** আজিমগঞ্জ সিটি স্টেশন থেকে টাকিপুর স্টেশন; এবং **ঘ)** চৌহাট্টা স্টেশন থেকে অজয় কেবিন। **এবি/১;** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিএসএই-ওএসএন- ২১-২৪-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন প্রাঙ্গণে (নন-ডিজিটাল)); হাওড়া ডিভিশনের ক্লাস্টার -VI) (বাঁশবেড়িয়া স্টেশন থেকে আজিমগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত)-এর অধীনস্থ স্টেশন চত্বরের মধ্যে তিন বছরের জন্য বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকারের চুক্তি প্রদান। সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-353/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur

ABRIDGED TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Paschim Medinipur for the work :- Nine (09) Nos. of Permanent Road Restoration Work For Raw Water Rising main, Clear Water Rising main and For Distribution Network (Zone-I, II, III, IV, V, VI & VII) For Proposed Water Supply Scheme within Ghatal Municipality under AMRUT 2.0. **NIT no. WBMAD/ GHATAL/NIT-7e/2026-27, Dated: 28/09/2026, Tender ID : 2026_MAD_1043381_1 to 9.** Details of the tender may be seen from the website **https:// wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**

Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer-I, P.W. Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of (1) Supply and fixing of New Car operating panel (COP), Landing operating panel (LOP), Card Door Header with Door Driye Motor, Landing Header, Landing sil, Travelling Cable for one no. 15 Passenger cum Bed lift (Make-Engineers Vertical Service) at G+3 storied Building at IPGAE and R at SVSP, Kolkata., vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-44/26-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5075922_1. Bid submission end date (online) for the job is 13/10/2026 upto 14:00 P.M. Detail information /download/upload will be available from the website: **http://etender.wb.nic.in**, **https://tenders.wb.gov.in** & **http://pwdwb.in** Sd/- BIKASH DUTTA, Executive Engineer-I, Central Kolkata Health Electrical Division, P.W. Dte.

ICA- T18405(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING QUOTATION

Online NIQ is invited by the AE, BNWSD-I, P.W. Dte., Govt. of W.B. vide NIeQ No. WBPWD/AE/BNWSD-I/NIeQ02e /2026-2027 for the works of "1. **Quotation for Supply of Office furniture for Office chamber of Hon'ble Minister-in-charge of School Education Department of the State at 5th floor, East Block of Bikash Bhavan Building, Salt Lake, Kol-91 during the year 2026-2027** (T/ID: **2026_WBPWD_5075909_1**," Date of bid submission starts **29/09/2026 from 06:00 P.M.** Last date of bid submission 06/10/2026 upto 11:00 A.M. Intending bidders are requested to visit the website **http://etender.wb.nic.in** and this Office notice board. Sd/- AE, P.W. Dte., BNWSD-I.

ICA- T18403(1)/2026

SBI

এসবিআই এইচএলসি চুঁচুড়া (৬৪১৫৩)
'রোহরা প্লাজা', ১ম ফ্লোর, মিউনিসিপ্যাল বাস স্ট্যান্ড, জে.সি. ঘোষ সরণি, চুঁচুড়া, জেলা - হুগলি, পিন ৭১২১০১, পঃ বঃ, ই-মেইল: sbi.64153@sbi.co.in

গাড়ি নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: রবি লোচন ঘোষ, মোবাইল নং:- 9674725714 / 7003546699, ই-মেইল আইডি: sbi.64153@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ১৬.১০.২০২৬
নিলামের সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ০১.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিড থেকে ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১৩.১০.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ০২.০০ টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেট/বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি, যার **বাস্তবিক দখল** সুরক্ষিত পাওনাদার **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা **১৬.১০.২০২৬** তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিবরণ

ঋণগ্রহীতা: শ্রী সনু তিওয়ারি, পিতা- রমেশ তিওয়ারি, অ্যাকাউন্ট নং: 43957634270। **সংরক্ষিত মূল্য হলো জিএসটি সহ ৮,২৬,৪০০.০০/- টাকা। আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) হবে ৮২,৬৪০.০০/- টাকা এবং ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৬.১০.২০২৬ বা তার আগে সকাল ১১.০০ টা পর্যন্ত এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ হবে ৩,০০০/- টাকা।**
গাড়ির বিবরণ: **মেক এবং মডেল:** টাটা মোটরস লিমিটেড টাটা নেক্সন ইভি এমআর সিআরই, **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB-15H 5977। **ইঞ্জিন নং:** TZ180XS91AB25010701, **চেসিস নং:** MAT635304SLD00189, **তৈরির বছর:** ২০২৫।

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, নির্দিষ্ট ই-অকশনের ক্ষেত্রে দেখুন:
https://www.bankeauction.com বা support@bankeauction.com

তারিখ: ২৯.০৯.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE

NIeT vide Tender Reference No: WBPWD/AE/LB/NIeT-09/2026-2027 of AE, PWD, Lalbazar Sub-Division, has been invited through Online mode. Tender ID: 2026_WBPWD_5074584_1, 2026_WBPWD_5074584_2, 2026_WBPWD_5074584_3, 2026_WBPWD_5074584_4 & 2026_WBPWD_5074584_5. Name of Works : **1.** Minor repairing, painting, replacement of flooring at the P.S to C.P room, located opposite to the Ld Commissioner of Police on the first floor of the Main Administrative Building Lalbazar Kolkata Police Head Quarter, PWD, during the year 2026-27. (Rs. 1,94,490.00). **2.** Minor repairing and painting work of internal surface including partial replacement wooden floor of the Chamber of Jt. CP A situated at 1st floor Main Building within the compound of Lalbazar Kolkata Police Head Quarter, PWD, during the year 2026-27. (Rs. 1,23,911.00). **3.** Repairing works of ceiling and installation of IRC netting for precautionary measure at extreme north east block of 1st floor Traffic Building within the compound of Kolkata police H.Q. at lalbazar under Lalbazar Sub Division during the year 2026-27 (Rs. 2,03,011.00). **4.** Special repairing Painting of ceiling of Chamber Ante Chamber and replacement of Flooring of Addl CP IV and Joint CP Legal situated at 3rd floor Main Building within the compound of Lalbazar Kolkata Police Head Quarter PWD during the year 2026-27 (Rs. 4,88,299.00). **5.** Painting with bitumen of approved quality top of roofs of roofs of the Main Building and water tank bottom area of Central Lockup Building within Lalbazar Kolkata Police head quarter during the year 2026 27 (Rs. 4,72,804.00). Date of Submission start: 01.10.2026 (from 11:00 A.M. onwards) Date of Submission end: 13.10.2026 (upto 11:00 A.M.) Sd/- Assistant Engineer, Lalbazar Sub-Division, Public Works Directorate

ICA- T18396(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

আসছে মা...

চলছে প্রস্তুতি
কুমোরটুলি পটুয়াপাড়া

ছবি: অদিতি সাহা

চলছে প্রস্তুতি
কলেজ স্কোয়্যার সর্বজনীন

ঢাকের তালে আগমনী

শুভজিৎ বসাক

মহালয়ার পুণ্য প্রভাতেই হরিসাধনবাবুর বাড়িতে ছোটখাটো এক যুদ্ধ লেগে গেল।

একপাশে সত্তরোর্ধ্ব হরিসাধনবাবু খবরের কাগজের আড়াল থেকে গলার স্বর সপ্তম চড়িয়ে বললেন, 'তুই আবার সেই সিরিয়াল চালালি বুড়ি? আরে, মহালয়ার সকালে একটু বীরেন ভদ্রের চণ্ডীপাঠ শুনব, না তোর ওই শাশুড়ি-বউয়ের চুলোচুলি দেখার সময় এখন?'

অন্যপাশে নাতনি তিতলি রিমোটটা বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে মুখ ভেংচে বলল, 'দাদু, দিনকাল বদলে গেছে! ভোর চারটেয় বীরেন ভদ্র শোনার পাঠ তো চুকে গেছে। এখন টিভিতে স্পেশাল ডান্স রিয়েলিটি শো দিচ্ছে। তুমি তো মহিষাসুর বধের গল্প শতবার শুনেছ, এখন একটু আধুনিক সংস্কৃতি দেখো!'

হরিসাধনবাবু চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে ধমকের সুরে বললেন, 'আধুনিক সংস্কৃতি! ওরে আমার কালচারাল নাতনি রে! মহালয়ার সকালে বীরেন ভদ্রের গলা হলো ঘরের চালের মতো, ও না থাকলে কি আর পুজোর মেজাজটা জমে?'

এই বলে দাদু-নাতনির রিমোট টানাটানির মাঝে চ্যানেলের পাতায় ঝড় উঠল। হুট করে টিভি গিয়ে আটকে গেল একটা আন্তর্জাতিক পৌরাণিক চ্যানেলে।

পর্দায় তখন সুমেরীয় ও হিব্রু রূপকথার এক রহস্যময় চরিত্র; 'লিলিথ'-এর গল্প দেখানো হচ্ছে। উপস্থাপক গম্ভীর কণ্ঠে বলছেন, 'লিলিথ হলো সৃষ্টির সেই আদি নারী, যে কখনো কারো অধীনতা স্বীকার করেনি। নিজের স্বাধীনতা আর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রথার সব বাঁধন ভেঙে সে বেরিয়ে এসেছিল।'

তিতলি চোখ গোল গোল করে বলল, 'দ্যাখো দাদু, ইনি হচ্ছেন লিলিথ। কত শক্তিশালী এক নারী, তাই না? কেউ তাকে বশ করতে পারেনি।'

হরিসাধনবাবু কয়েক সেকেন্ড টিভির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে হা-হা করে হেসে উঠলেন, 'আরে দূর! এ তো দেখছি আমাদের পাড়ার দুর্গা ঠাকুরের একেবারে বিলাতি রূপ! তোদের এই লিলিথের গল্প শুনে আমি মোটেও অবাক হচ্ছি না।'

তিতলি যেন তর্কের নতুন রসদ পেল। গা ঝাড়া দিয়ে বসে বলল, 'মানে? কোথায় আমাদের দশভুজা দুর্গা আর কোথায় এই পাশ্চাত্য পৌরাণিক লিলিথ! দুটোর মধ্যে তুলনা করছ কী করে দাদু?'

হরিসাধনবাবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আড্ডা জমানোর ভঙ্গিতে বললেন, 'তুই তো কেবল বাইরের রূপটা দেখিস বুড়ি, আসল দর্শনটা তো বুঝিস না! এটা কোনো বানানো গল্প নয়, পরম সত্যি। ভালো করে ভেবে দ্যাখ, লিলিথ কে? যে অন্যায় আর অন্যায্য ক্ষমতার কাছে মাথা নোয়ায়নি। নিজের স্বাধীনতার জন্য প্রতিবাদের সুর তুলেছিল। আর আমাদের মা দুর্গা? তিনি তো সেই নারীশক্তিরই পূর্ণাঙ্গ রূপ! যখন মর্ত্যে আর স্বর্গে দানবদের অত্যাচারে সবাই দিশেহারা, তখন সব দেবতার শক্তির তেজ থেকে জন্ম নিলেন দুর্গা। লিলিথ যদি হয় নারীর স্বাধিকারের প্রথম হুংকার, তবে দুর্গা হলেন সেই শক্তির চূড়ান্ত বিজয়! আসলে যুগে যুগে পৃথিবীর সব প্রান্তেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সেই নারীশক্তিই পূজিতা হয়।'

পুজো আসছে

দাদুর মুখে এমন গভীর ও সহজ ব্যাখ্যা শুনে তিতলির ভেতরের তর্কিটে ভাবটা নিমেষেই উধাও হয়ে গেল।

তবে এই আনন্দের মাঝেও তিতলির মনের কোণে এক চিলতে মেঘ জমে ছিল, যা অভিজ্ঞ দাদুর চোখ এড়ায়নি। তিতলির সঙ্গে ঋকের সম্পর্কটা গত কয়েক মাস ধরে বড্ড থমথমে। একসময় যে দুজন একসাথে কলকাতার অলিগলি হেঁটে গল্পে মেতে থাকত, তাদের মাঝে এখন এক অলঙ্ঘনীয় দূরত্ব আর গাঢ় অভিমান। তুচ্ছ এক ভুল বোঝাবুঝি থেকে তৈরি হয়েছে এক বিশাল অহংকারের দেয়াল। তিতলি ভেবেছিল পুজোতে হয়তো ঋক নিজে থেকে একটা ফোন করবে, কিন্তু মহালয়ার এই সকালে প্রিয় মানুষটার নীরবতা তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠছিল।

বিকেলের দিকে পাড়ার পুজো মণ্ডপে ঢাকের কাঠি পড়তেই চারপাশটা উৎসবের আমেজে ভরে উঠল। ছাতিম ফুলের গন্ধে শরতের বিকেলটা যেন এক মায়াবী রূপে সাজল। হরিসাধনবাবু ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নাতনিকে নিয়ে মণ্ডপে এলেন। চারপাশে আলোর রোশনাই, মানুষের উচ্ছ্বাস আর হাসি-ঠাট্টা।

কিন্তু মণ্ডপের এক কোণে একা দাঁড়িয়ে থাকা তিতলির চোখ দুটি বারবার কাউকে খুঁজে ফিরছিল।

হঠাৎ ঢাকের তালে চমক ভেঙে তিতলি পেছনে তাকাতেই শিউরে উঠল। সামনে দাঁড়িয়ে ঋক! হাতে একটা ছোট্ট উপহারের প্যাকেট, আর চোখে একরাশ দ্বিধা ও অনুনয়।

দুটো চোখ মুখোমুখি হতেই যেন মণ্ডপের সমস্ত শোরগোল এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। তিতলির চোখের কোণে জমা অভিমানের জলটুকুকে শরতের আলো এসে ছুঁয়ে দিল।

ঋক একপা এগিয়ে এসে নম্র ও অপরাধীর মতো মৃদু স্বরে বলল, 'আর কতকাল এমন অভিমান করে দূরে দূরে থাকবে তিতলি? মানছি ভুলটা আমারই ছিল। মা দুর্গা যেমন সব অসুর সংহার করে ধরণীতে শান্তি আনেন, তেমনি আমাদের মাঝের এই অহংকার আর অভিমানের অসুরটাকেও কি আজ বিসর্জন দেওয়া যায় না?'

তিতলি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর ঋকের হাত থেকে উপহারের প্যাকেটটা নিয়ে আলতো করে খুলল; ভেতরে একটা সুন্দর রুপোর প্রদীপ, সঙ্গে ছোট্ট একটা চিরকুট 'আমাদের জীবনের অন্ধকারগুলো মুছে যাক ভালোবাসার আলোয়।'

তিতলির ঠোঁটের কোণে জমা শক্ত বরফ গলে নিমেষেই এক চিলতে ভিজে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল। সে উপহারটা বুকের কাছে চেপে ধরে অভিমানী সুরে বলল, 'এতগুলো দিন একটা ফোন করার সময় হয়নি, আর আজ একবারে মণ্ডপে এসে হাজির হলে? ভেবেছ একটা প্রদীপ দিয়েই সব অপরাধ পার পেয়ে যাবে?'

ঋক একটু কাচুমাচু মুখে বলল, 'পার পাব না জানি, তবে এই মহালয়ার দিনে নতুন করে শুরু করার সুযোগ তো চাইতে পারি?'

দূর থেকে নাতনি আর ঋককে পাশাপাশি কথা বলতে দেখে হরিসাধনবাবু চশমাটা একটু ঠিক করে নিলেন। তাঁর চোখে-মুখে তখন এক পরম তৃপ্তির রোশনাই। তিনি এগিয়ে এসে ঋকের পিঠ চাপড়ে চড়া গলায় রসিকতা করে বললেন, 'আরে ঋক যে! তা বাবা, আমাদের বাড়ির প্রথা ভাঙা জেদী মেয়েটাকে মানাতে শেষমেশ দুর্গোৎসবের শুভ আগমনীকেই বেছে নিলে? তা বেশ করেছ! তবে মনে রেখো, সকালে কিন্তু একে 'লিলিথ'- এর মতো প্রথা ভাঙা স্বাধীন নারী আর 'দুর্গা'র পরম শক্তির পাঠ দিয়েছি; সামলে চলা কিন্তু সহজ কথা নয়!'

হরিসাধনবাবুর কথা শুনে ঋক আর তিতলি দুজনেই হেসে ফেলল।

মণ্ডপজুড়ে তখন কাঁসোর-ঘণ্টা, ঢাকের কাঠি আর ধূপের ধোঁয়ায় এক পবিত্র পরিবেশ। সন্ধ্যায় মা দুর্গার দশ হাতে ধরা অস্ত্রের চমক আর মুখের স্নিগ্ধ আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত। তিতলির মনে হলো; দাদুর সেই সকালের কথাটাই কত সত্যি! অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজের স্বকীয়তা ধরে রাখা যেমন শক্তি, তেমনি সব অহংকার আর মান-অভিমান মুছে ভালোবাসার টানে এক হয়ে যাওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই দুর্গোৎসবের আসল আনন্দ ও সার্থকতা।।

পুরুষদের দৈনিক গ্রুমিং ও স্বাস্থ্যচর্চা

সহজ কিছু অভ্যাসেই থাকুন ফিট ও স্মার্ট

শৌভিক লাহিড়ী

বর্তমান সময়ে নারীদের পাশাপাশি পুরুষদের ক্ষেত্রেও সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব এবং পার্সোনাল গ্রুমিং শুধুমাত্র ভালো দেখানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। পরিষ্কার ত্বক, স্বাস্থ্যকর চুল, ভালো হাইজিন এবং ফিট শরীর শুধু ব্যক্তিত্বকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে না, আত্মবিশ্বাস বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর জন্য দামি প্রোডাক্টের চেয়ে প্রতিদিনের সঠিক অভ্যাসকে জীবনযাত্রার অংশ করে তোলা বেশি জরুরি। কয়েকটি সহজ নিয়ম মেনে দৈনন্দিন রুটিনে আনুন পরিবর্তন —

১. মুখের ত্বক পরিষ্কার রাখুন

দিনে দু'বার মৃদু ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন। এতে ধুলো, ঘাম এবং অতিরিক্ত তেল দূর করতে সাহায্য করে। অতিরিক্ত সাবান বা হার্শ প্রোডাক্ট ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে ত্বক শুষ্ক ও সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে।

২. ময়েশ্চারাইজার ও সানস্ক্রিন জরুরি

মুখ ধোয়ার পর নিজের ত্বকের ধরন অনুযায়ী ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। বাড়ির বাইরে বের হলে সানস্ক্রিন লাগান। দীর্ঘ সময় রোদে থাকলে প্রয়োজনে সানস্ক্রিন পুনরায় লাগাতে হতে পারে। এটি সূর্যের ক্ষতিকর UV রশ্মি থেকে ত্বককে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে।

৩. শেভিং ও দাড়ির যত্ন নিন

শেভ করার আগে মুখ ও দাড়ি হালকা গরম জল দিয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। পরিষ্কার ও ভালো মানের রেজর ব্যবহার করুন। যারা দাড়ি রাখেন, তাঁদের নিয়মিত দাড়ি ধুয়ে পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখা উচিত।

৪. চুল পরিষ্কারের দিকে নজর দিন

চুলের প্রয়োজন এবং স্ক্যাল্পের অবস্থার উপর ভিত্তি করে চুল ধুয়ে নিন। অতিরিক্ত শ্যাম্পু করা এড়িয়ে চলুন। খুশকি বা নিয়মিত চুল পড়ার সমস্যা দেখা দিলে তা উপেক্ষা না করে ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া ভালো।

৫. শরীরের হাইজিন বজায় রাখুন

প্রতিদিন স্নান করা, পরিষ্কার পোশাক পরা এবং বগলের মতো অংশগুলি ভালোভাবে পরিষ্কার রাখা জরুরি। জুতো ও মোজাও পরিষ্কার রাখুন। অতিরিক্ত ঘাম হলে শরীর শুকনো রাখলে ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা এড়াতে সাহায্য করতে পারে।

৬. খাবার ও পর্যাপ্ত জল

সুস্থ ত্বক ও স্বাস্থ্যকর শরীরের জন্য সুষম খাবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ফল, সবজি, প্রোটিন, সম্পূর্ণ শস্য এবং পর্যাপ্ত জল রাখুন। অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার ও মিষ্টি পানীয়ের পরিমাণ কমানোও উপকারী হতে পারে।

৭. পর্যাপ্ত ঘুম ও শরীরচর্চা

প্রতিদিন পর্যাপ্ত ঘুমানোর চেষ্টা করুন। নিয়মিত হাঁটা, দৌড়, যোগব্যায়াম বা ওয়ার্কআউটকে দৈনন্দিন রুটিনের অংশ করে তুলুন। শরীরচর্চা শরীরকে ফিট রাখার পাশাপাশি মানসিক চাপ কমাতেও সাহায্য করতে পারে।

৮. মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করুন

দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ ঘুম, কর্মশক্তি এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। মেডিটেশন, শখের কাজ, পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো এবং স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণ করা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে।

পুরুষদের জন্য পার্সোনাল গ্রুমিং শুধু ভালো দেখানোর উপায় নয়, বরং ভালো হাইজিন ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। মুখের পরিচ্ছন্নতা, ত্বক ও চুলের যত্ন, সুষম খাবার, নিয়মিত শরীরচর্চা এবং পর্যাপ্ত ঘুমের মতো সহজ অভ্যাসগুলি দৈনন্দিন জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

কাফতানে জমবে পুজোর সাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। আর তার সঙ্গেই শুরু হয়ে গিয়েছে পুজোর পোশাক নিয়ে ভাবনাচিন্তা। ষষ্ঠী থেকে দশমী; এদিক-ওদিক যাতায়াত, মণ্ডপে মণ্ডপে ঘোরা, ভিড় ঠেলে হাঁটা আর দীর্ঘক্ষণ বাইরে থাকা, সব মিলিয়ে পুজোর দিনগুলিতে পোশাকের ক্ষেত্রে স্বস্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার সঙ্গে যদি থাকে স্টাইলের ছোঁয়া, তাহলে তো কথাই নেই। আর এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই এবারের পুজোর ফ্যাশনে জায়গা করে নিচ্ছে ধনেখালি কাফতান।

ধনেখালি তাঁতের শাড়ির জনপ্রিয়তা বাঙালির কাছে নতুন নয়। হালকা, আরামদায়ক এবং দীর্ঘক্ষণ পরেও স্বস্তিদায়ক হওয়ায় ধনেখালি শাড়ি বহু মহিলারই পছন্দের তালিকায় থাকে। অফিস থেকে ঘরোয়া অনুষ্ঠান, এমনকি বিয়েবাড়িতেও অনায়াসে দেখা যায় এই শাড়ি। তবে শাড়ি পরতে যাঁরা খুব একটা স্বচ্ছন্দ নন, তাঁদের জন্য ধনেখালির নতুন অবতার হতে পারে কাফতান।

শাড়ির স্বাদ, কাফতানের স্বস্তি

ধনেখালি কাপড়ের তৈরি কাফতান মূলত আরাম এবং ফ্যাশনের মিশেল। বিশেষ করে পুজোর প্যান্ডেল হপিংয়ের সময় এই পোশাক হতে পারে বেশ কার্যকর। ঢিলেঢালা কাট, হালকা কাপড় এবং সহজে চলাফেরা করার সুবিধার কারণে দীর্ঘক্ষণ বাইরে থাকলেও অস্বস্তি কম হয়। তার উপর ধনেখালি কাপড়ের নিজস্ব বুনন পোশাকে এনে দেয় বাঙালিয়ানার ছোঁয়া। এই মুহূর্তে বিশেষ নজর কাড়ছে সাদা-লাল পাড়ের ধনেখালি কাফতান। পুজোর সঙ্গে মানানসই এই রঙের কম্বিনেশন একদিকে যেমন সাবেকিয়ানা বজায় রাখছে, অন্যদিকে কাফতানের আধুনিক কাট এনে দিচ্ছে সমসাময়িক ফ্যাশনের ছোঁয়া। অফলাইন দোকানের পাশাপাশি অনলাইনেও মিলছে নানা নকশা ও ডিজাইনের কাফতান। দামও খুব বেশি নয়;প্রায় এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকার মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে অনেক ডিজাইন।

কেন কাফতান পুজোর সঙ্গী?

কাফতানের সবচেয়ে বড় সুবিধা তার ঢিলেঢালা গড়ন। শরীরের সঙ্গে লেপ্টে থাকে না বলে গরম বা ঘামের সময়ও তুলনামূলক স্বস্তি পাওয়া যায়। একই সঙ্গে পোশাকের কাট শরীরের গঠনকে খুব স্পষ্ট করে তোলে না। ফলে যাঁরা একটু ঢিলেঢালা পোশাকে বেশি স্বচ্ছন্দ, তাঁদের জন্য এটি বেশ ভাল বিকল্প। শুধু তাই নয়, অন্তঃসত্ত্বা মহিলারাও পুজোয় আরাম করে স্টাইল করতে চাইলে কাফতান বেছে নিতে পারেন। পেটের উপর চাপ না দিয়ে সহজে পরা যায় বলে এই পোশাক তাঁদের জন্যও স্বস্তিদায়ক হতে পারে। তবে ব্যক্তিগত শারীরিক আরামের বিষয়টি অবশ্যই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

তারকারাও কাফতানপ্রেমী

কাফতানের জনপ্রিয়তা অবশ্য শুধুমাত্র সাধারণ ফ্যাশনপ্রেমীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বলিউডের একাধিক তারকাকেও বিভিন্ন সময়ে কাফতানে দেখা গিয়েছে। করিনা কাপুর খান থেকে জাহ্নবী কাপুর, হুমা কুরেশি থেকে সোনম কাপুর;তারকাদের ফ্যাশনেও জায়গা করে নিয়েছে এই ঢিলেঢালা পোশাক। কাফতানের ইতিহাসও বেশ পুরনো। 'কাফতান' শব্দটির উৎস তুর্কি 'কাপ টন' শব্দে, যার সঙ্গে শরীর ঢাকা পোশাকের ধারণা জড়িয়ে রয়েছে। সময়ের সঙ্গে সেই পোশাকই বদলে গিয়েছে আধুনিক ফ্যাশনের অন্যতম জনপ্রিয় স্টাইলে। তাই এ বার পুজোর কেনাকাটায় শাড়ি, কুর্তা বা ওয়েস্টার্ন পোশাকের পাশাপাশি তালিকায় রাখতে পারেন ধনেখালি কাফতান। প্যান্ডেল হপিং হোক কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা;স্বস্তির সঙ্গে স্টাইল, দুই-ই চাইলে এই পুজোয় কাফতান হতে পারে আপনার ফ্যাশন স্টেটমেন্ট।